৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র – ৪ আশ্বিন, ১৪৩০ ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 48, 16 September - 22 September, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : তফশিলি জনজাতিদের সার্টিফিকেট

দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কথা মেনে নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে জনজাতিদের পদবীর সঙ্গে না মিললে অনুমতি নিতে হবে জেলাশাসকের।

রবিবার : কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির আলোকে গড়া রাজ্য শিক্ষানীতি

বিদ্যালয়ে চালু করল রাজ্য সরকার। যদিও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু থাকবে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিই। যথারীতি বিরোধিতা চালু হয়েছে রাজ্যের নীতির বিরুদ্ধে।

সোমবার : ভারতের নেতৃত্বে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে শেষ

হল জি-২০ শীর্ষ বৈঠক। ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে এতদিন পর ঘোষিত হল বহু আকাঙ্খীত যৌথ বিবৃতি। সকলে খুশি ভারতের আতিথেয়তায়।

মঙ্গলবার : ডেঙ্গি ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে।

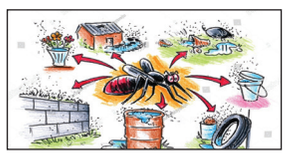

কলকাতা ও জেলার শহরতলিতে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২২হাজার। মৃত্যু হয়েছে ২২জনের। পুর প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শক। ।

বুধবার : দেশের মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু

হতে চলেছে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভব কর্মসূচি। তবে এই সুযোগ থেকে বাদ পশ্চিমবঙ্গ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোবাইল এপ্লিকেশানের মাধ্যমে করে দেওয়া হবে আয়ুষ্মান কার্ড।

বৃহস্পতিবার : ধার শোধ হয়ে গেলেও সম্পদের আসল

নথি ফেরত দিতে অযথা দেরি করে ব্যাংকগুলো। বাড়ে মানুষের হয়রানি। এবার রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নির্দেশ দিল ঋণ পরিশোধের ৩০দিনের মধ্যে দিয়ে ফেরত দিতে হবে নথি।

শুক্রবার : বিরূপ মন্তব্য করায় ১২জন প্রাক্তন উপাচার্য্য মানহানির

নোটিশ পাঠালেন খোদ আচার্য্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে। ১৫দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে তারা আদালতে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। বাংলার শিক্ষায় ঘনিয়ে এসেছে ঘোর অন্ধকার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভারতজীবন এখন দুর্নীতির অতিসম্পৃক্ত মিশ্রণ

ওঙ্কার মিত্র

রসায়ন পাঠ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হল দ্রবণ বা মিশ্রণ। যাকে ইংরেজিতে বলে সলিউশন। চিনি আর জল দিয়ে এখানে শেখানো হয় কিভাবে অসম্পৃক্ত, সম্পৃক্ত ও অতিসম্পৃক্ত মিশ্রণ তৈরি করা যায়। একটি নির্দিষ্ট পরিমান চিনিজলে সাধারণ তাপমাত্রায় যদি আরও চিনি দিলে গুলে যায় তাহলে মিশ্রণটি অসম্পৃক্ত বা আনসাচুরেটেড সলিউশন। চিনি দিতে দিতে যদি না গুলে নিচে পড়ে যায় তাহলে সেটি সম্পৃক্ত বা সাচুরেটেড। কারণ জলের পরিমান অনুযায়ী যতটা চিনি মেশার কথা ততটাই এতে মিশে গেছে। এবার অতিরিক্ত চিনি মেশাতে গেলে মিশ্রণটিকে গরম করতে হবে। এতে মিশ্রনের অনুগুলি আলগা হয়ে মধ্যেকার স্থান বাড়বে এবং সেখানে আরও চিনি প্রবেশ করতে পারবে। একেই বলে অতিসম্পৃক্ত দ্রবণ বা সুপারসাচুরেটেড সলিউশন।

ভারত এবং দুর্নীতির সম্পর্কটা অনেকটা এই রকম। দেশের প্রশাসনিক ইতিহাস চর্চা করলে বোঝা যায় ধীরে ধীরে দুর্নীতি মিশিয়ে মিশিয়ে ভারতকে এখন একটি অতিসম্পৃক্ত দুর্নীতির মিশ্রণে পরিণত করা হয়েছে। ভারতীয়

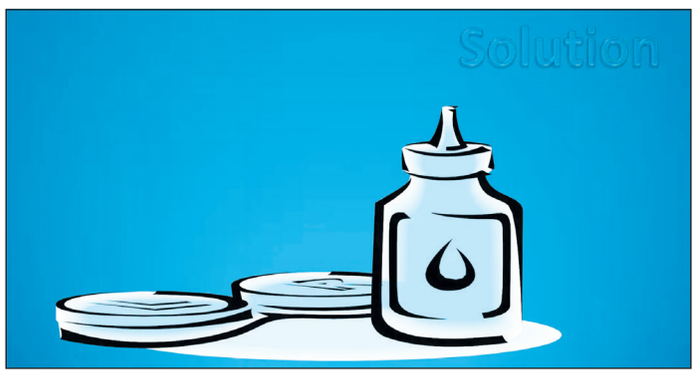

সমাজজীবনে ছলচাতুরি, ঠকবাজি, প্রতারণা সার্বজনীনতা লাভ করে ব্রিটিশ আমলে। হিন্দু রাজা ও মুসলিম শাসনে রাজা, নবাব, জমিদার, মহাজনদের মধ্যে নানা দুর্নীতি প্রবেশ করলেও সাধারণ অধিকাংশ ভারতবাসী ছিল এর ছোঁয়াচের বাইরে। ইংরেজরা নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে কৌশলে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়ে ভারতীয়দের জীবনকে কলুষিত করে তোলে। কলকাতা ও বাংলা যেহেতু দীর্ঘ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এপিসেন্টার ছিল তাই দুর্নীতির কম্পন সবচেয়ে ক্ষতি করে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গজীবনের।

বাংলা ও পঞ্জাবকে জাতের নামে বলি দিয়ে যখন স্বাধীনতা এল স্বাধীন ভারতীয় শাসকরা তখনই পারতেন এই কলুষিত মিশ্রণটিকে বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে একটি জাতীয়তার মিশ্রণ তৈরি করতে। তখনও দুর্নীতির ভারতীয় মিশ্রণটি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। বরং মুখে দুর্নীতিগ্রস্থদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে পেটাবার কথা বললেও মজুতদার, কালোবাজারিদের পাশেই থেকেছেন। এরপর দিন যত এগিয়েছে দুর্নীতি ঢেলে ঢেলে ভারতীয় জীবন মিশ্রণকে দুর্নীতি সম্পৃক্ত করে তোলা হয়েছে। এতেও মন ভরেনি দেশি শাসকদের। রাজনীতির আকচা আকচির আঁচে গরম করে তাতে এবার মেশানো হচ্ছে আরও নতুন নতুন দুর্নীতি দ্রাবক। ফলে এটি এখন এক অতিসম্পৃক্ত কলুষিত দ্রবণ। বলতেই হবে ভারতীয় শাসকদের এই কড়া দ্রবণ তৈরির পদ্ধতিটি অসাধারণ কুশলতায় ভরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল জটিরামপুর ফেরিঘাট

কুনাল মালিক

গোসাবা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের জটিরামপুর ফেরিঘাটের একটা অংশ কিছুদিন হল ভাঙনে তলিয়ে গেছে। তার ফলে ওই ফেরিঘাটটি মরণ ফাঁদের রূপ নিয়েছে। ভাঁটার সময় যখন ফেরিঘাটের ভাঙা অংশে ফেরি ঠেকে, তখন ঘাটের ওপর থেকে ফেরির উচ্চতা দাঁড়ায় প্রায় দশ ফুট। ঘাটের ওপর থেকে পুরুষ-মহিলা-ছাত্র-ছাত্রীরা ঝাঁপ দিয়ে ফেরিতে নামে। সাইকেল-মালপত্র নিয়ে যেভাবে নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিন যাতায়াত করেন, তাতে যে কোনো সময় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অনেক ছাত্র ছাত্রী ভয়ে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘাটের মাধ্যমে সাতজেলিয়া, লাহিড়ীপুর, লাক্সবাজার এলাকার হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ভাঁটার সময় জেটি ঘাট ছেড়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙে ফেরিতে ওঠেন যাত্রীরা। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে সেদিকেই তাকিয়ে আছে দ্বীপবাসীরা। এই প্রসঙ্গে গোসাবা বিধান সভার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল জানান, খুব শীঘ্রই সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রথমে একটা অস্থায়ী ফেরিঘাট করে সমস্যা সমাধান করা হবে। তারপর

স্থায়ী ফেরিঘাট হবে। আসলে প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায়। নদী বাঁধ ভাঙনের ফলেই ফেরিঘাটের এই হাল। এই প্রসঙ্গে গোসাবা ব্লকের বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন, বিষয়টি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। পরিবহন দপ্তরের বাস্তুকাররা সবকিছু দেখে গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি ফেরিঘাটের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ভরা বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল নেতাকে চড়, চলল মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভরা বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূল নেতাকে চড়। এখানেই শেষ নয়, টেনে হিচড়ে একটি দোকানের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চলল হাতাহাতি। ওই নেতার স্ত্রী গন্ডগোল থামাতে এলে তার ওপরও চলে মারধর। ঘটনাস্থল নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ। চাকরি ও সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ তুলে এক তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বুধবার চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জের কয়লাঘাটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, ফ্রেজারগঞ্জের কয়লাঘাটা এলাকার তৃণমূল নেতা স্বপন দাস ওরফে ময়নাকে রাস্তায় ধরে টানা হ্যাঁচড়া করার পাশাপাশি চড় থাপ্পড় মারতে থাকেন ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়ীপাটি এলাকার এক মহিলা। এমনকি তৃণমূল নেতার স্ত্রীকেও মারতে ছাড়েননি প্রতারিত হওয়া মহিলা। পাল্টা ওই নেতা এবং তাঁর স্ত্রীও মারধর করেন ওই মহিলাকে। মারধরের ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়বাটি এলাকার নূপুর হাজরা সহ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতা স্বপন দাস বহু মানুষের কাছ থেকে চাকরি সহ সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন। প্রতারিতরা তৃণমূলের বিভিন্ন নেতার কাছে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমি জটে আজও অধরা রেল পথ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বনগাঁ-বাগদা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন প্রায় বছর পনেরো আগে উত্তর ২৪ পরগণার বাগদায় নতুন রেল লাইন বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন। বনগাঁ-বাগদা নতুন রেললাইন প্রজেক্টের জন্য সার্ভে কমিটি তৈরি করেছিলেন। বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় দশ কোটি টাকা। সে সময় রাজ্যে ছিল বামফ্রন্ট সরকার। ২০১১ সালে তখনকার রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হন রাজ্যের পরিবর্তনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। পরিবর্তনের সরকারের ১২ অতিবাহিত হওয়ার পরেও কিন্তু

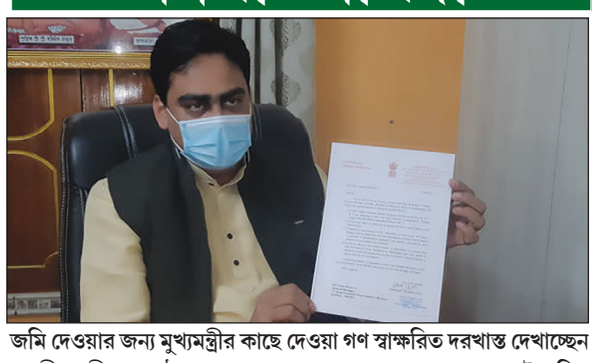

জমি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেওয়া গণ স্বাক্ষরিত দরখাস্ত দেখাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। -ফাইল চিত্র

বনগাঁ-বাগদা নতুন রেল লাইনের কাজ অথৈ জলে। স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত অধিকারী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেল লাইন নির্মাণের ঘোষণা করার পর যতদূর জানি জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ার কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও কেন রেল পথ নির্মাণের কোন পদক্ষেপ করা হয়নি তা বলতে পারব না।' এদিকে বনগাঁ শহরে স্কুল-কলেজ, আদালত, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও মহকুমা শাসকের দপ্তর রয়েছে। সেইসব গন্তব্যে যেতে হলে কাঠখড় পোড়াতে হয় বাগদার বাসিন্দাদের। দিতে হয় বেশি ভাড়াও। তাই বাগদার রেলপথ তৈরির আবেদন দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জনৈক বাসিন্দা দেবব্রত ঢালি বলেন, আমরা গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাখরাহাট রোডের সংস্কার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় আমরা 'বাখরাহাট রোডের বেহাল অবস্থায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা' শীর্ষক একটি খবর করেছিলাম। সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেছিলেন বৃষ্টি একটু ধরলেই রাস্তার প্যাচওয়ার্ক শুরু হবে। তিনি কথা রাখলেন। নান্দাভাঙা, বিবিরহাট, রসপুঞ্জ এলাকায় চোখে পড়ল প্যাচওয়ার্কের দৃশ্য। ইঁট ভেঙে গর্তে ফেলা হচ্ছে। রোলার চালিয়ে

আলিপুর বার্তার খবরের জের

সংস্কার হচ্ছে। নান্দাভাঙা এলাকায় পিডব্লুডি-র পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে ড্রেন কাটা হয় যাতে করে রাস্তায় জল জমতে না পারে। কিন্তু ড্রেনের ওপারে বেশ কিছু দোকানদার আবার মাটি ফেলে ড্রেন বুজিয়ে দেওয়ায় রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে। এতে আবার সমস্যা বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, দেখুন পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে ড্রেন কাটালো।

এরপর পাঁচের পাতায়

রান্না পুজোয় মুখ ফিরিয়েছে রুপোলি শস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মরশুমের শুরুতে ইলিশ উঠেছিল ভলোই। তবে মাছ শিকারের মাঝপথে হঠাৎ হাহাকার লেগে গিয়েছে কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্য বন্দর গুলিতে। রান্না পুজোর আগেই পর্যাপ্ত ইলিশ জালে না ধরা পড়ায় মন খারাপ মৎস্যজীবীদের। ট্রলারগুলি নদী ও সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে বটে তবে পর্যাপ্ত মাছ পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে হতাশা ছেয়ে গিয়েছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে। পাতে ইলিশ না ওঠায় মাছ প্রিয় বাঙালির মনও ভারাক্রান্ত। তার ওপর দু'দিন বাদেই রয়েছে রান্না পুজো। পুজোর আগে সেভাবে মাছের দেখা মিলবে না বলে মনে করছেন মৎস্যজীবীরা। আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে পরিস্থিতির বদল হবে না বলে বলছেন অভিজ্ঞ মৎস্য শিকারীরা। মাছ ধরার মরসুম শুরুর পর ছোট ও মাঝারি মাপের ইলিশ আসতে শুরু করেছিল বাজারে। কিছুদিন বাদেই ট্রলারগুলি ক্রেট ভর্তি করে ইলিশ নিয়ে ফিরেছিল বন্দরগুলিতে। কিন্তু গত দেড় মাস ধরে আচমকা মাছের আকাল তৈরি হয়েছে। পোড় খাওয়া মৎস্যজীবীরা বলছেন, পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। কিন্তু এখন পূবালী হাওয়া বইছে না। জলের স্রোতও বাংলাদেশ মুখী। ফলে এবার বাংলায় মাছ দেখা যাচ্ছে না।

নিম্নচাপ-কোটালের জোড়া ফলায় দুশ্চিন্তা উপকূলে

অমিত মন্ডল

ভারী বৃষ্টির জেরে নামখানা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি নদী বাঁধের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছিল। গত দুদিন ভারী বৃষ্টির জেরে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। যার জেরে আতঙ্কের মধ্যে উপকূলীয় এলাকার মানুষজনেরা। একদিকে অমাবস্যার ভরা কোটাল, অন্যদিকে নিম্নচাপ। জোড়া ফলায় নদী ও সমুদ্রে প্রবল ভাবে জল বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সুন্দরবনের বেহাল কাঁচা নদীবাঁধ ও সমুদ্রবাঁধ। নদীবাঁধের পাশে বসবাসকারী মানুষজনেরা এই মুহূর্তে আতঙ্কিত। নামখানা ব্লকের অন্তর্গত পাতিবুনিয়া, হরিপুর, ঈশ্বরীপুর, নারায়নপুর, দেবনগর, ফ্রেজারগঞ্জ ও মৌসুনি দ্বীপের নদীবাঁধের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শরতেও বন্যাতঙ্কে বাসিন্দারা

দেবাশিস রায়

ভরা শরতেও বন্যার ভ্রূকুটি। ফুঁসে উঠেছে ভাগীরথী। নদীর জল বাঁধের ধারে মাঝেমধ্যেই ধাক্কা দিচ্ছে। ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী চর দাঁইহাট, চর সাহাপুর, চৌধুরীপাড়া প্রভৃতি এলাকায় শুক্রবার দুপুরে মেঘের ঘনঘটা শুরু

হতেই বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে বন্যার আতঙ্ক শুরু হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আত্মহত্যা প্রতিরোধের উপায় হতে পারে গীতার বাণী

শক্তি ধর

সারা বছর ধরে উদযাপিত নানা দিবসের মাঝে গত ১০ সেপ্টেম্বর পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। প্রচারের চকচকে আলোর বাইরে কিছুটা অনাড়ম্বর হলেও রেডিও, টিভি, প্রেক্ষাগৃহে বসেছিল কয়েকটি আলোচনা সভা। সেখানে মনোবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, সমাজবিদ ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন সাধারণ নাগরিকেরাও। এসব আলোচনা সমস্বরে বলে দিল, আধুনিক মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে আত্মহনন।

চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দে আসে হতাশা। আর এই হতাশা মন সমুদ্রে তোলে আত্মহননের ঢেউ। প্রাচীনকাল থেকে এই মানসিক বিকৃতি চলে আসলেও আধুনিক সমাজের ভোগ বিলাস একে রোধ করতে পারেনি। বরং তথ্য অনুযায়ী পরিমান বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আত্মহত্যা একটা রোগ। এই রোগ বৃদ্ধি পায় পরিবেশ প্রতিবেশীদের অনুকূল প্ররোচনায়। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ৮,০০০০০ মানুষ আত্মহত্যা করে মারা যায়। ২০২১ সালে ১,৬৪,০৩৩ জন ভারতীয় আত্মহত্যা করেছে এবং জাতীয় আত্মহত্যার হার ছিল ১২ (প্রতি লক্ষ বা প্রতি লক্ষে গণনা করা হয়েছে), যা ১৯৬৭ সাল থেকে আত্মহত্যার কারণে মৃত্যুর সর্বোচ্চ হার। স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভারতে আত্মহত্যা একটি উদীয়মান এবং গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

গত পাঁচ দশক ধরে ভারতে আত্মহত্যার হার বেড়েই চলেছে। ২০২১ সালে

আত্মহত্যা ২০২০ সালের তুলনায় ৭.২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারত বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক আত্মহত্যার রেকর্ড করেছে। বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ১৯৯০ সালে ২৫.৩% থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে মহিলাদের মধ্যে ৩৬.৬% এবং পুরুষদের মধ্যে ১৮.৭% থেকে ২৪.৩% হয়েছে। ২০১৬ সালে আত্মহত্যা ছিল ১৫-২৯ বছর এবং ১৫-৩৯ বছর উভয় বয়সের মধ্যে মৃত্যুর সবচেয়ে সাধারণ কারণ। ১৯৮৭ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে, আত্মহত্যার হার প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৭.৯ থেকে ১০.৩ পর্যন্ত বেড়েছে, ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে আত্মহত্যার হার বেশি। দৈনিক মজুরি উপার্জনকারীরা ২০২১ সালে আত্মহত্যার মাধ্যমে ৪২,০০৪ জন মারা গেছে, যা আত্মহত্যার ডেটাতে সবচেয়ে বড় গ্রুপ। ২০২১ সালে, মহারাষ্ট্র আত্মহত্যার মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক মৃত্যুর রেকর্ড করেছে (২২,২০৭)। তারপরে তামিলনাড়ু (১৮,৯২৫), মধ্যপ্রদেশ (১৪,৯৬৫), পশ্চিমবঙ্গ (১৩,৫০০), এবং কর্ণাটক (১৩,০৫৬)। এই পাঁচটি রাজ্য মিলে সেই বছরে ভারতে রেকর্ড করা মোট আত্মহত্যার প্রায় অর্ধেক ছিল।

এমন একটি ভয়ানক রোগ নিয়ে সেদিনের আলোচনায় সকলেরই মত, হতাশা বা মানসিক অবসাদের ইঙ্গিত মিললেই আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশীদের তাকে বোঝার জন্য সময় দেওয়া দরকার। অবজ্ঞা না করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন মানসিক দুর্বলতা কাটাতে সৃজনশীল বা সমাজসেবার কাজে যুক্ত করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা আত্মহত্যার খবর না করার পরামর্শ দিলেন সংবাদ মাধ্যমগুলিকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ২ নম্বর বরোর উদ্যোগে এক দিবসীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুই নম্বর বরো কমিটির উদ্যোগে এক দিবসিয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ ময়দানে। উক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন পুর নিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, এম এমআইসি মানিক দে, সহ অন্যান্যরা। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্বে খেলোয়ারদের ও ম্যাচ রেফারিদের সাথে চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী পরিচয় পর্ব সারেন। উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী ও পরাজিত উভয় দলকেই রানার্স ও উইনার্স ট্রফি দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মানুষের মনে ছিল প্রবল উত্তেজনা। খেলা দেখতে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত মহিলা নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল।শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো অনেকে। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম অন্যতম ফুটবল ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। অতীতে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একাধিক শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মাঠে প্রচুর আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার তাদের খেলা দেখিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, এই ধরনের মহিলাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে মহিলা ফুটবলের উন্নতির পথপ্রদর্শক। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও আসেন খেলা দেখতে।

বাগডোগরা রেল স্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশালের স্টপেজ উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির অদূরে বাগডোগরা রেল স্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল সপ্তাহিক ট্রেনের স্টেপেজের উদ্বোধন হল। গত সোমবার বাগডোগরা রেলস্টেশনে গুয়াহাটি রাঁচি স্পেশাল ট্রেনের স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, কাটিহার ডিভিশনের ডি আর এম সুরেন্দ্র কুমার, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জি প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা।

দার্জিলিং এর সাংসদ জানান, এই ট্রেনের স্টপেজ বাগডোগরাবাসীদের জন্য। আগামী দিনে চেন্নাইগামী ক্যাপিটাল এবং দীঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসের স্টপেজও এখানে হবে।

অন্তত ৫০০০ কোটি টাকার মাধ্যমে দার্জিলিং জুড়ে বিভিন্ন কাজ চলছে। বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করার পাশাপাশি তিনি আরো জানান শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে অম্রুত কর্মসূচির মাধ্যমে জল প্রকল্প হবে।

নকল মদের কারখানায় হানা আবগারি দপ্তরের

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: একেবারে বিলিতি মদের আসল লেবেল তৈরি করে ও বোতল ব্যবহার করে রমরমিয়ে চলছিল বিলিতি মদ তৈরির ব্যবসা। রীতিমতো ঘর ভাড়া করে অবৈধ কারখানা গড়ে উঠেছিল হরিরামপুরে। সেখান থেকেই রমরমিয়ে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যেত নকল বিলিতি মদ। হরিরামপুর, বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, তপন, হিলি কুমারগঞ্জ সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে পৌঁছে যেত নকল এই বিলিতি মদ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আবগারি দপ্তরের দুই দিনাজপুর সহ মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের বিশেষ টিম নকল বিলিতি মদের কারখানায় হানা দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই চক্ষু চারকগাছ আবগারি দপ্তরের আধিকারিকদের। উদ্ধার হয় ৩৭৫ এমএল-এর ম্যাকডয়েল নাম্বার ওয়ান লাক্সারি, ইম্পিরিয়াল ব্লু এর ২৬ বোতল সিলপ্যাক নকল মদ। এছাড়াও ২০০ লিটার স্পিরিট, নকল হলোগ্রাম, লেবেল, স্টিকার, নকল মদের বোতল, কেমিক্যাল সহ অন্যান্য সামগ্রী। যার বাজার মূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। হরিরামপুর এর চোপা এলাকায় গড়ে ওঠা এই নকল বিলেতি মদের কারখানা থেকে মনোরঞ্জন বর্মন নামক বছর ৪৫ বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে আটক করে আফগারি দপ্তর। যদিও আগেভাগেই ফেরার হয় মূল অভিযুক্ত সহ চক্রের অন্যান্য পান্ডারা। শনিবার ধৃত ওই ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তুলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। আফগারি দপ্তরের আধিকারিক সঞ্জীব সুপ্পা জানান, এই ধরনের নকল বিলিতি মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই ঘটনার ফলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আফগারি দপ্তরের আধিকারিক আরো বলেন, এই নকল বিলিতি মদ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানি হত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা হচ্ছে মূল পাণ্ডাকেও।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। স্বজনের কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। কর্মস্থলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম করায় প্রশংসা ও পদোন্নতি। হিংস্র প্রাণী থেকে সাবধান।

প্রতিকার : লাল বস্ত্র ধারণ করুন।

বৃষ রাশি : ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। অন্য ক্ষেত্র থেকে অর্থ পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : নারায়ণ মন্ত্র পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্যে বাধা। কম্পিউটার সংক্রান্ত কর্মে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ সাংসারিক অনটন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। নিজের আচার-আচরণের জন্য মান সম্মানহানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সবুজ বস্ত্র পরিধান করুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে গুরুজনদের পরামর্শের প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। জমি বাড়ি ক্রয় নথিপত্র বা দলিল যাচাই করে ক্রয় করা উচিত। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। প্রশাসনিক স্তরে বা আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয় মন্ত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বজনের থেকে কোনো অর্থ বা উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে কোনো শুভ সংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। আপাতত বিবাহে যোগাযোগ স্থগিত রাখাই ভালো। কর্মোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : ময়ূরের পালক সঙ্গে রাখুন।

তুলা রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধি। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। গুরুজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে প্রেমপ্রণয়ে জটিলতা বৃদ্ধি। ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

প্রতিকার : তুলসি গাছে জল দিন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারেন।

প্রতিকার : লাল বস্ত্র পরিধান করুন।

ধনু রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গে আলোচনা করে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ভাই বোনের জন্য ব্যয় করার সম্ভাবনা। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ব্রাহ্মণকে হলুদ মিষ্টি দান করুন।

মকর রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ব্যবসায় সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়ার দরুণ অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং সাফল্যে বাধা। চাকরিতে সমস্যা থাকলেও প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্যসিদ্ধি হতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : হনুমানজীর মন্ত্র পাঠ করুন।

মীন রাশি : সঞ্চিত অর্থ সঞ্চয় রাখা দুষ্কর হতে পারে। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। শেয়ার বা লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সাংসারিক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার মন্ত্র পাঠ করুন।

কাজের খবর

৪৬৭ জন আশাকর্মী নিয়োগ মুর্শিদাবাদ জেলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন ব্লকের উপস্বাস্থ্য জেলার বিভিন্ন ব্লকের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজের জন্য 'আশা' কর্মী পদে ৪৬৭ জন তরুণী নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ বা মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বিবাহিতা, বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার মহিলারা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট দিয়ে দরখাস্ত করতে পারবেন। সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে সাধারণ প্রার্থীদের বেলায় ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলিদের বেলায় বয়স হতে হবে ২২ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সবক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১-৯-২৩ এর হিসাবে। প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট ব্লকের গ্রাম ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাই অথবা লিঙ্ক ওয়ার্কারগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শংসাপত্র থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। কোন ব্লকে ক'টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত বা, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রের অফিসে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কবে কোথায় ইন্টারভিউ হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে http://asha.recruitment-murshidabad.in, www.wb-health.gov.in www.mur-shidabad.nic.in

এজন্য বৈধ-ই মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপার্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনে ১৩৯ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৩৯ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে, ৪০, ০০০-১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৮টি (জেনা ঃ ১০, তঃজঃ ২, তঃউঃজঃ ১, ওবিসি ৪ ও ইডব্লুএস ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৪০, ০০০- ১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (জেনা ঃ ৪,ওবিসি১)।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট : কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা অ্যাকাউন্টসের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪০, ০০০-১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৪টি (জেনা ঃ ১১, তঃজঃ ৪, তঃউঃজঃ ১, ওবিসি ৬ ও ইডব্লুএস ২)।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট (জেনারেল) : যে কোনো শাখার পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০, ০০০- ১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১১ট (জেনা ঃ ১০ ও ইডব্লুএস ১)।

জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : অ্যাগ্রিকালচারের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। জুলজি, কেমিস্ট্রি বা বায়ো-কেমিস্ট্রির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৯,০০০-৯৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৮১ টি। (জেনা ঃ ৩, তঃজঃ১৭, তঃউঃজঃ ৫, ওবিসি ১৮ ও ইডব্লুএস ৮)।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২৪.৯.২০২৩ সালের হিসাবে। তপশিলি, ওবিসি'রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং Manpower/Dr/Rectt/2023/01.

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, হুগলি, শিলিগুড়ি, আগরতলা, গুয়াহাটিতে। তারপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) ও জুনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে। বিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউট – ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট – ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস – ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, পেশাগত জ্ঞান ১১০ নম্বরের ৫৫টি প্রশ্ন। অ্যাকাউন্ট পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউট ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, ডাকা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, পেশাগত জ্ঞান ৬৫ নম্বরের ৬৫টি প্রশ্ন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০ টি প্রশ্ন হবে। এই সব বিষয়ে : রিজনিং অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ন্টিারপ্রিটেশন অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট – ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.cewacor.nic.in এজন্য বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইনপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,২৫০ (তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলা হলে ৪০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

চোখে ছানি – শীঘ্র অস্ত্রোপচার জরুরি

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে ছানি পড়া এক স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতবর্ষে অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ ছানি পড়া। এই ছানি সম্বন্ধে অনেকের মনেই বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। তাই ছানির বিষয়ে কয়েকটি তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

ছানি পড়া বলতে আমরা কি বুঝি

আমাদের চোখের মধ্যে যে লেন্স রয়েছে তা অত্যন্ত স্বচ্ছ যার ফলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি সঠিক থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই লেন্স ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে হতে শুরু করে। লেন্স অস্বচ্ছ হওয়ার ফলে দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

লেন্সের এই সমস্যাকে ছানি পড়া বা ক্যাটারাক্ট বলা হয়ে থাকে।

ছানি কি কেবল বয়স্কদের ক্ষেত্রেই হয়

সাধারণত ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেই ছানি পড়ার সমস্যা দেখা যায়। কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে অনেক কম বয়সেই ছানি পড়তে পারে। আবার বংশগত কারণেও কম বয়সে ছানি পড়তে পারে। অনেক সময় গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের ভেতর যদি মা এক্সরে বা কোন প্রকার বিকিরণের সংস্পর্শে আসেন তাহলেও শিশু জন্মগতভাবে ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে। এছাড়া চোখে কোন আঘাত পেলেও যে কোন বয়সে চোখে ছানি পড়তে পারে। যারা হাই মায়োপিক অর্থাৎ যাদের হাই মাইনাস পাওয়ার আছে তাদেরও কম বয়সে ছানি পড়তে পারে।

ছানি কি প্রতিরোধ করা যায়

ছানি একবার পড়তে শুরু করলে তা আটকানো একপ্রকার অসম্ভব। তবে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা ও ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন যাতে এর ফলে চোখের অন্যান্য অংশের ক্ষতি আটকানো সম্ভব হয়।

ছানিতে সাধারণত কি কি উপসর্গ দেখা যায়

* ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তি কম হওয়া।
* ঘনঘন চশমার পাওয়ার পরিবর্তন।
* ডিপ্লোপিয়া অর্থাৎ এক বস্তু দুটি করে দেখা।
* আলোর চারদিকে রামধনু রঙের বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া।
* বাইরে থেকে চোখের ভেতর লেন্সকে ক্রমশ ঘোলাটে বা সাদা হতে দেখতে পাওয়া।

ছানি কি ওষুধের সাহায্যে সারে

অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ছানি ওষুধের সাহায্যে সেরে যায়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। ছানির একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার। দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শে ছানি অপারেশন করিয়ে নিন। বরং বেশি দেরি করলে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। আজকাল অত্যন্ত সহজেই ফেকো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অত্যন্ত ছোট ছিদ্রের সাহায্যে অকেজো লেন্স বার করে আনা হয় এবং তার জায়গায় নতুন লেন্স বসিয়ে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর খেয়াল রাখতে হবে যাতে চোখে কোন রকম আঘাত না লাগে। আর সংক্রমণ রুখতে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঘনঘন ড্রপ দিতে হবে। তিন চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব।

অপারেশনের পর কী কী করা বারণ

হাত না ধুয়ে চোখে হাত দেবেন না। চোখে জলের ঝাপটা দেবেন না। সুইমিং পুল বা নদী ও পুকুরে স্নান করতে পারবেন না। কোনো ভারী কাজ করতে পারবেন না। চোখে চাপ পরে এমন কোনো কাজ করবেন না। চোখ চুলকানো বা চোখ ডলা যাবে না।

শব্দবার্তা ২৬৪

১	■	২	৩			৪	
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	৭		
■		■		■	■		■
■		■	■	৮	■		■
৯			■	১০			১১
■		■	■		■	■	
১২						■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বিস্তর, প্রচুর ৫। তলোয়ার ৭। নানাপ্রকার, বিবিধ ৯। দ্বিগুণ ১০। হাতের তালুতে ভাগ্য নির্দেশক রেখা ১২। মিঠেকড়া।

উপর-নীচ

১। অবিরাম, সর্বদা ৩। কাজ শুরু ৪। দ্বিধা প্রকাশ ৬। মোগল যুগে উচ্চ রাজকর্মচারী ৮। সূর্য ১১। থাবা, কামড়।

সমাধান : ২৬৩

পাশাপাশি : ১। অভিরূপ ৪। দশ-পঁচিশ ৫। নমস্কার ৭। থাকাথাকি ৯। লগনচাঁদ ১০। রমজান।

উপর-নীচ : ১। অভিমান ২। পদকার ৩। উচিত কথা ৬। মহানগর ৭। থানাদার ৮। কিঞ্চিদূন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাখরাহাটে জল যন্ত্রণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের ঠিক বিপরীত দিকে প্রায় ১০ ফুট চওড়া ঢালাই রাস্তা চলে গেছে জয়চণ্ডীপুর গ্রামের ভিতরে। ৫০ মিটারের পর থেকে দু'দিকেই সম্পন্ন গৃহস্থদের বড় বড় বাড়ি। এককালে আশেপাশের সব জমিই ছিল বাখরাহাটের দত্তদের। এখন সেই সব জমি বিক্রি হয়ে ভরাট করে বাড়ি উঠেছে। বৃষ্টির জল আগে রাস্তা লাগোয়া জমিতে জমা হত এবং প্রবাহিত হয় বেরিয়ে যেতো খালে। বছর দশেক হল ওই সব জমি ভরাট হয়ে গেছে। পোড়ো খাল ভর্তি হয়ে গেছে। জল ধরে রাখার ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনি খালে বের হবার পথও বন্ধ। ফলে রাস্তা যেখানে নিচু সেখানে বৃষ্টির জল জমা হয়। মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। এই বদ্ধ পচা জল জমে থাকে কালীপুজো পর্যন্ত। দুর্গোৎসবের সময় ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই জল পেরিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় সদস্য, পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস সকলেই নির্বিকার। স্থানীয় এমএলএ মোহন নস্কর মহাশয় একবার দলবল নিয়ে পরিদর্শন করে গেছেন– তা প্রায় বছর দুই হল। কিন্তু জমা জলের কোনও ব্যবস্থা আজও হয়নি। স্থানীয় মানুষজন ইহাই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে নীরব। বড়ো লোকেরা গাড়ি চেপে যাতায়াত করে। যত অসুবিধা যাদর গাড়ি নেই, সাধারণ লোকেদের। তাদের বাড়ির বউ–ঝিদের নোংরা জল ঘাঁটতে হয়। তাদের অভিযোগ, গরিবদের কথা ভাববার কেউ নেই।

একরাতে দুই মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ সেপ্টেম্বর রাতে রামপুরহাট থানার কাবিলপুর গ্রামে শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন জীউ মন্দির এবং হনুমান মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। পরদিন সকালে ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাধা মদনমোহন বিগ্রহের সোনা ও রুপোর সমস্ত গয়না সহ অন্যান্য দামি সামগ্রী এবং হনুমান মন্দিরের তালা ভেঙ্গে মন্দিরে থাকা প্রনামী বাক্স থেকে টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোরেরা বলে দাবি গ্রামবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দা মিঠু মুখার্জী বলেন, জন্মাষ্টমী শেষ হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরে বিগ্রহের শরীরে গয়না ছিল। রাধা মদনমোহন জীউ মন্দির পাঁচশো বছরের বেশি পুরানো। মদের ঠেক গাঁজার ঠেক বেড়েছে। আরেক বাসিন্দা লতিকা দাস বলেন, হনুমান মন্দিরে প্রণামী বাক্স থেকে পাঁচ ছয় হাজার টাকা চুরি হয়েছে। এই প্রথম গ্রামের মন্দিরে চুরি হল। সকালে পুলিশ এসেছিল। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নির্বিচারে সাপ শিকার বন্ধ হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে অতিমাত্রায় বেড়েছে সাপুড়ে ও চোরাশিকারিদের দৌরাত্ম্য। এরা বেশ কয়েকজন মিলে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কেবল সাপের খেলাই দেখায় না। সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজনের মনে অহেতুক ভীতি ও অন্ধ বিশ্বাসের সঞ্চার ঘটিয়ে তাবিজ, মাদুলি এবং নানা গাছের শিকড়, কাণ্ড প্রভৃতি বিক্রি করে অসদুপায়ে আর্থিক উপার্জনও করে থাকে। তবে এ সবের অছিলায় এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামগঞ্জের ঝোপঝাড়, কৃষি খেত ও গর্তে বাসা বেঁধে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির সাপদের শিকার এবং অবৈধভাবে তাদের বিষ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা। বন্যপ্রাণ আইন ১৯৭২ অনুযায়ী এটি একটি কঠোর দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু প্রশাসনিক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয়তার কারণে সে সব লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। কারণ বন্যপ্রাণ বিশেষত সাপেদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে আমজনতার মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে সরকারি তরফে কোনও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াস সেই অর্থে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যার ফলে সাপুড়েদের লোভ–লালসার শিকার হয়ে উদ্বেগজনক হারে পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির অসংখ্য সাপ। হুগলির ব্যান্ডেলের সর্প বিশারদ চন্দন ক্লেমেন্ট সিং বলেন সাপকে মানুষ যতটা ভয় পায় ততটাই সাপ মানুষকে ভয় পায়। ভয়কে দূরে সরিয়ে তাকে নির্বিচারে জঙ্গলের বাঁচাতে দেওয়া দরকার। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে ব্যান্ডেল মুক্তমঞ্চে মহিলাদের সাপ নিয়ে সচেতন শিবির হল। বলা হল, মানুষের আবেগে কাটতে হবে। সাপে কাটা রোগীকে সাহস জোগাতে হবে।

অন্তঃস্বত্বা বধূকে মারধর প্রতিবাদে অস্ত্রের কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তঃস্বত্বা এক বধুকে মারধর করছিল প্রতিবেশী এক যুবক। তারই প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন অন্তঃস্বত্বা বধুর কাকা শ্বশুর ও কাকি শাশুড়ি। তাদেরকেও ধারলো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের মালিরধার গ্রামে। আক্রান্ত হয়েছেন অন্তঃস্বত্বা বধূ সেরিনা মোল্লা, কাকা শ্বশুর তোরাফ আলি মোল্লা ও কাকি শাশুড়ি সালেমা মোল্লা। তিনজনই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তরা ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে কয়েকজন বাচ্চা ঝগড়া করছিল। তাদেরকে থামিয়ে দিতে যায় গৃহবধূ সেরিনা মোল্লা। অভিযোগ সেই সময় প্রতিবেশী যুবক আরাফ আলি মন্ডল গৃহবধূকে কটুক্তি করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। প্রতিবাদ করেন বধূ। সেই সময় ওই যুবক তার বাড়ি থেকে একটি ধারালো দা নিয়ে এসে চড়াও হয়। অন্যদিকে বধূকে বাঁচাতে দৌড়ে আসে তার কাকা শ্বশুর। অভিযোগ ধারালো দা দিয়ে তার মাথায় একাধিক কোপ মারে। পরে ওই বধূর কাকি শাশুড়িকেও ধারালো দা দিয়ে কোপ মারে। পরিবারের অন্যান্যরা তাদেরকে উদ্ধার করে।

নয়ানজুলি ভরাটের ফলে জল নিষ্কাশন বন্ধ

আমতলা নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলা একটি ব্যস্ততম মোড়। চৌমাথা থেকে ডানদিকে বাখরাহাটের দিকে চলে গেছে নিবারণ দত্ত রোড। বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রচুর অটো, টোটো, ম্যাটাডোর, লরি, ট্রাক চলাচল করে। বিদ্যানগরে প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় প্রচুর ছাত্র–ছাত্রীরা এই পথে যাতায়াত করে। কিন্তু এই নিবারণ দত্ত রোডের বেহাল অবস্থায় নিত্যযাত্রীরা জেরবার হচ্ছে। যে কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা এখানে ঘটে যেতে পারে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় একটু বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। বড় বড় গর্তে জল জমে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাস্তার দুদিকে জল নিষ্কাশনের যে সরকারি নয়ানজুলি ছিল তা অধিকাংশই অবৈধভাবে ভরাট হয়ে গেছে। যার ফলে জল নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, খুব শীঘ্রই কন্যানগরের কাছে ড্রেন কাটা হবে। তবে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট করলে তারাই বিপদে পড়বে।

একদিকে বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করা দায়। অন্যদিকে, আমতলার মুখের অংশে ফুটপাত দখল করে নিয়েছেন দোকানীরা। পথচারীরা গাড়ির রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই এখানে লেগে থাকে ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ও ঝগড়াবিবাদ। যোগাযোগ ব্যবস্থার এই হাল হলেও নেতা থেকে প্রশাসন কারোরই কোনো হেলদোল নেই। **ছবি : অরুণ লোধ**

পরিত্যক্ত বাড়িতে সাপের ডিমের আতঙ্কে ঘরছাড়া প্রতিবেশী

সঞ্জয় চক্রবর্তী : পরিত্যক্ত বাড়িতে বিষধর সাপের ১২ টি ডিম রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের নজরে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ইতিমধ্যে এক প্রতিবেশী সন্ধ্যা দত্ত তার পরিবারের শিশুদের নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলে দাবি।

জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তালদির রবীন্দ্রপল্লী গ্রাম। গ্রামেরই বাসিন্দা সঞ্জীব ওঝা। তিনি দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর অন্যত্র রয়েছেন। রবীন্দ্রপল্লীর বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে আচমকা স্থানীয় মানুষজনের নজর পড়ে ওই বাড়ির দিকে। তারা দেখতে পায় বাড়ির মধ্যে ১২ টি বিশাল বড় বড় ডিম রয়েছে। কিসের ডিম? কোথা থেকে এলো? এমন ঘটনা চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় পাড়ায়। স্থানীয় মানুষের দাবি ডিমগুলো বিষধর সাপের। কী করবেন তারা ভেবে উঠতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই সাপের ডিম নজরে আশায় দক্ষিণ তালদির রবীন্দ্রপল্লী গ্রামের একটি পরিবার আতঙ্কে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এছাড়াও

এলাকার অন্যান্য পরিবারগুলো রয়েছেন আতঙ্কে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাথমিক শিক্ষক বিশ্বজিত রায় বলেন, পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে নজরে পড়তেই কি করব ভেবে উঠতে পারছিনা। আমার বাড়ি থেকে দশ বারো ফুট দূরে ওই পরিত্যক্ত বাড়িটি। নিশ্চিত বিষধর সাপের আনাগোনা রয়েছে ওখানে। ইতিমধ্যে আমার এলাকার একটি পরিবার অন্যত্র চলে গিয়েছে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি বনদপ্তরের লোকজন যদি ডিমগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায় তাহলে আমরা আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

অমিত মন্ডল, সাগর : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আবারও মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর এলাকায়। মৃত বছর ৫১–এর সেখ জামাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের খানসাহেব আবাদ এলাকার বাসিন্দা। কেরলায় ঠিকাদারের অধীনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি।

গৃহবধূকে মারধর থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের বড় দুমকী গ্রামে। গুরুতর জখম হয়েছেন গৃহবধূ মধুমিতা ওরফে মল্লিকা বিশ্বাস। ইতিমধ্যে ওই বধূ ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে খবর, নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের দুমকী গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধু মধুমিতা ওরফে মল্লিকা বিশ্বাস। একই পাড়ায় তাঁর জ্যাঠতোতো বোন গীতা মণ্ডল রয়েছে। বৃহস্পতিবার বোন গীতা মণ্ডলকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন বেধড়ক মারধর করে শারীরিক নির্যাতন করে। পরে গীতা মণ্ডল তার দিদির বাড়িতে গিয়ে দিদির ফোন থেকে বাপের বাড়ির লোকজনকে ঘটনার কথা জানায়। কেন ফোন করা হয়েছে অভিযোগ তুলে গৃহবধূ মধুমিতা ওরফে মল্লিকা বিশ্বাসকে বেধড়ক মারধর করে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় স্বপন মণ্ডল, মধুমিতা মণ্ডল, লক্ষ্মী মণ্ডল, বাপ্পা মণ্ডল, সেন্টু মণ্ডল'রা। ঘটনার খবর জানতে পেরে নির্যাতিতা বধূর স্বামী ইন্দ্রজিত বিশ্বাস স্ত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। নির্যাতিতা বধু জানান, অমি শুধুমাত্র ফোনে কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা আমাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে কাপড়, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয়। ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানা অভিযোগ দায়ে করেছি।'

জলে ডুবে মৃত্যু ১ ব্যক্তির

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর: ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের শিববাড়ি এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানায় মৃত ব্যক্তির নাম শংকর হাসদা(৪০)। বাড়ি গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের শিববাড়ি এলাকায়। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর বৃহস্পতিবার শিববাড়ি এলাকায় ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তারপর বাড়ি ফেরেননি। তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যক্তির কোনো খোঁজ পাননি। শুক্রবার সকালে শিববাড়ি এলাকায় একটি পুকুরে ওই ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখতে পান এলাকার মানুষজন। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবার। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: গত মঙ্গলবার জয়নগর ১ নং বিডিও অফিস বহড়ুতে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির উদ্যোগে একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে সোনার দাম বেড়ে যাওয়া, সোনার গহনা তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে গ্রামের শিল্পীদের কাজের বাজার নষ্ট হওয়া আটকানো, ইপিএফ,ইএস আই, ভারত সরকারের বৈধ কার্ড থাকা সত্বেও রাজ্যে কাজ না পাওয়া,বয়স্ক ও অক্ষম শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা প্রদান,হাব তৈরি সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এদিন বিডিওর কাছে। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস এদিন ডেপুটেশন গ্রহন করেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে বিষয় টি অবহিত করার আশ্বাস দেন।

উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প সমিতির সভাপতি বিজন হাজরা, সম্পাদক সমীর সাঁতরা, এআইইউটিসির পক্ষে সুবীর দাস সহ আরো অনেকে।

নদীবাঁধ রক্ষার কাজে হাত লাগালেন মহিলা আইনজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগেই রাস্তা মেরামতির জন্য ঝুড়ি মাথায় কাজ করতে দেখা গিয়েছিল বিজেপির বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি কে। এবার আইনজীবির পোশাক কালো কোট খুলে শাড়ি পরে কোদাল হাতে নদীবাঁধ মেরামতির জন্য মাঠে নামলেন এক মহিলা আইনজীবি। পেশায় আইনজীবি হলেও বর্তমানে তিনি আবার একজন পঞ্চায়েত সদস্যা।গ্রামের নদীবাঁধের ভাঙন রোধ করতে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে ধরিত্রীকে রক্ষার করা উদ্যোগ গ্রহণ করে রবিবার পাড়ার গৃহবধু ও যুবকদের নিয়ে ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করলেন আইনজীবি ঝুম্পা মন্ডল কয়াল।

বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের জানাপাড়া নৌকাডুবি খেয়াঘাট। সেখানে নদীর বাঁধের অবস্থা খুব ভালো নয়। বড় ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গেলে নদীবাঁধ ভেঙে গোটা গ্রাম নদীর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হয়ে যাবে। গ্রামকে বাঁচাতে উদ্যোগ নিলেন মহিলা আইনজীবি তথা চুনাখালি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ঝুম্পা মন্ডল কয়াল। রবিবার এলাকার গৃহবধু ও যুবকদের একত্রিত করে হাজির হন হানা নদীর বাঁধের কাছে। রীতিমতো কোমরে গামছা বেঁধে ঝোড়া–কোদাল নিয়ে ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণে ঝাঁপিয়ে পড়েন ঝুম্পা। তাঁকে সঙ্গ দেয় গ্রামের অন্যান্য বধুরা। নদীবাঁধ ভাঙন রোধে হানা নদীর চরে সুন্দরী, কেওড়া, গরাণ, ধুঁধুল, কাঁকড়া প্রজাতির ৬০০ চারাগাছ রোপণ করেন। মহিলা আইনজীবির এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

কেন এমন উদ্যোগ? এমন প্রশ্নের জবাবে ঝুম্পা কবি বন্দে আলি মিঁয়ার 'আমাদের গ্রাম' কবিতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,মিলেমিশে থাকি সেথা নাহি কেহ পর"। ফলে আমাদের গ্রাম ক্ষতির সম্মূখীন হবে সেটা আমরা হতে দেবো না।তাই গ্রাম কে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। গ্রামকে উন্নতর রুপ দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের। যার ফলে গ্রামকে সুরক্ষিত এবং উন্নত করতে প্রথমে নদীবাঁধ রক্ষাকরা জরুরী। যার ফলে আমরা ৬০০ বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেছি। আগামীদিনে এমন কর্মযজ্ঞ চলবে। পাশাপাশি সাজানো বাগানের মতো আমাদের গ্রামকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলবো।

গ্রামের মহিলাদের এমন প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রয়াত বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের পুত্র বাপ্পাদিত্য নস্কর। তিনি জানিয়েছেন, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। ফলে মহিলারা যখন নদীবাঁধ ভাঙন রোধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছেন অবশ্যই সফল হবেন।

বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী জানিয়েছেন,বিগত কয়েক সপ্তাহ আগে এলাকার জমা জল ও রাস্তার পাশে ঝুলে থাকা গাছের শাখাপ্রশাখা কেটে রাস্তা পরিষ্কার করেছিলেন ঝুম্পা। পেশায় একজন আইনজীবি হওয়া সত্ত্বেও,রবিবার হাতে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়ে যে ভাবে ম্যানগ্রোভ রোপণ করলেন এবং সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করলেন তা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ।

এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি জানিয়েছেন, গ্রামের উন্নয়ণের স্বার্থে মহিলা আইনজীবি যে ভাবে মাঠে নেমে কাজ শুরু করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। চুনাখালি পঞ্চায়েতকে মডেল পঞ্চায়েত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন প্রধান দিপালী বৈরাগী। আইনজীবি সহ অন্যান্যদের কর্মযজ্ঞ মডেল গ্রাম গড়ার ইঙ্গিত দেয়। আশাকরি তা বাস্তবে রুপায়িত হবে। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

নোনাজল ঢুকে লাটের জমি লাটে উঠ্‌ছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। এখানকার অপর নাম লাট অঞ্চল। চাষ বাস হচ্ছে এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। লাট অঞ্চলের চাষকে রক্ষা করে নদী বাঁধ। নদী বাঁধ ভেঙ্গে গেলে নোনাজল হু হু করে ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। ঘটায় সর্বনাশ। চাষীদের মাথায় পড়ে বাজ। নদী বাঁধ দেখাশুনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার ক্রুটি নেই। এর জন্য রয়েছেন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এস ডি ও (সেচ), ওভারসিয়ার, খালাসী, বেলদার প্রভৃতি। এক কথায় সরকার এক বিরাট দপ্তর খুলেছেন কিন্তু এই দপ্তরে কাজকর্ম কিভাবে চলছে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথর প্রতিমা, সাগর ডিভিশনের অফিসে দেখলাম ঠিকাদারদের ভিড়। খবর নিয়ে জানলাম বিভিন্ন অঞ্চলে নদী বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সেগুলি মেরামতের জন্য জরুরী টেণ্ডার বিলি করা হচ্ছে। ঠিকাদার বাঁধ মেরামতের কাজ চালাচ্ছেন। কিন্তু প্রবল বর্ষণের ফলে বাঁধে যা মাটি পড়ছে তা ধ্বস নিচ্ছে। বাঁধে মাটি জমানো সম্ভব হচ্ছে না। মাটির ধ্বসের সঙ্গে সরকারের লাখ লাখ টাকা গলে যাচ্ছে। সেচ দপ্তরে এস, ডি, ও, জানালেন, মার্চ ও এপ্রিল মাসে বাঁধ মেরামতের উপযুক্ত সময়। কিন্তু সে সময় সরকারী অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কাজ চালানো সম্ভব হয়নি। তিনি আরও জানালেন, বর্ষাকালে বাঁধে মাটির কাজ করলে বারো ভাগের একভাগ মাটি বাঁধে পৌঁছাবে না। তারপর রয়েছে অসাধু ঠিকাদার ও কর্মচারীর দুষ্টচক্র। দেখলাম সরকারী কোষাগার খালি হচ্ছে আর নোনাজলে ক্ষেত ভরছে। ১২, ১৪, ১৫, ১৬ এবং দুর্বাচটী লাটগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় সরকারী অব্যবস্থায় কিভাবে অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং চাষীদের রক্তে রোয়া শত শত একর জমির ধান কিভাবে নষ্ট হচ্ছে তা সেচমন্ত্রী সচক্ষে দেখে আসুন।

৭ম বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, ৫ই আশ্বিন ১৩৮০, শনিবার

পুকুরে জাল ফেলতেই উঠল ২ শিশুর দেহ, এলাকায় শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। সম্পর্কের তারা দুই ভাই।মৃত দুই শিশুর নাম সায়ন মন্ডল(১০) ও তন্ময় মন্ডল(৫)। শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের ভদ্রী গ্রামে। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ভদ্রী গ্রামের বাসিন্দা রাজকুমার মন্ডল ও গোষ্ঠ মন্ডল। সম্পর্কে দুই ভাই। এদিন বিকালে দুই ভাইয়ের দুই ছেলে সায়ন ও তন্ময় পাশের পাড়ার মনসা পুজো উৎসবে গিয়েছিল। সায়ন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। মনসা পুজোয় সেখানে প্রসাদ খেয়ে বাড়িতে ফিরছিল। বাড়ির অদুরে একটি পুকুরে তন্ময় নেমে পড়ে হাত ধোয়ার জন্য। আচমকা সে পুকুরে পড়ে যায়। ভাই জলে ডুবে গিয়েছে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি জামা খুলে পুকুরে নেমে পড়ে ভাইকে উদ্ধার করার জন্য। সেখানে ডুবে যায়।

এদিকে পরিবারের লোকজন বাড়ির দুই ছেলেকে দেখতে না পেয়ে খোঁজা খুঁজি শুরু করলে পুকুর ঘাটে সায়নের জামা দেখতে পায়। এরপর পুকুরে জাল ফেলে দুই ভাইকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।তবে শেষ রক্ষা হয়নি।মৃত্যু হয় দুই ভাইয়ের। এদিকে এমন এমর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ভদ্রী গ্রামে হাজীর হয় ক্যানিং থানার পুলিশ।দুই শিশু কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা তে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শিশুর দাদু দুলাল মন্ডল জানিয়েছেন,গত শনিবার একবার পুকুরের পড়ে ডুবে গিয়েছিল তন্ময়। সেবার বেঁচে গিয়েছিল। এবার আর বাঁচানো গেল না।

ক্যানিং থানার পুলিশ দুই শিশুর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঠিক কি কারণে ওই দুই শিশুর মৃত্যু হল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, একই পরিবারের দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পাশাপাশি মণ্ডল পরিবারের লোকজন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

৬ দিনের লড়াই শেষ শিশুর, শোকস্তব্ধ দুই হাসপাতালের চিকিৎসক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ দিন পর অবশেষে যুদ্ধকালীন লড়াইয়ের অবসান হল। সাপের কামড়ে মৃত্যু হল বছর দেড়েকের এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম খোকন বর। সাপে কামড় দেওয়া শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় পঞ্চায়েতের মহেশপুরে গত ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই শিশুকে একটি ৫ ফুট দৈর্ঘ্যের কালাচ সাপ কামড় দেয়। তড়িঘড়ি সাপটি কে মেরে ফেলে স্থানীয়রা। এরপর সাপ সহ আক্রান্ত শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। বাসন্তী হাসপাতালের নার্স ডালিয়া খাতুন সহ শিশুর পরিবারের লোকজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয়। সেখানে তড়িঘড়ি ওই শিশুকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় চিকিৎসা শুরু হয়।

গত রবিবার দুপুরে মৃত্যু হয় শিশুটির। শোকের ছায়া নেমে আসে চিকিৎসক মহলে।অন্যদিকে একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দম্পতি। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন,টানা ৬ দিন চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা বিফলে গিয়েছে।হেরে গেলাম।যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে সমস্ত রকম চেষ্টা করা হয়েছিল।শিশুটি কে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফলে যায়। শিশুটির দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ১৬ সেপ্টেম্বর – ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

দুর্গা পুজোর নেপথ্যে

মহা পুজোর এখনো প্রায় দেড় মাস বাকি। মহানগরের রাজপথে অজস্র বৃক্ষ ছেদন এবারে দৃষ্টিকটূভাবে চোখে পড়ছে। পুরসভার গাড়ি নির্বিচারে যেভাবে ডালপালা ছেঁটে চলেছে তা বহু পরিবেশ প্রেমী ও সাধারণ নাগরিকদের ব্যথিত করবে। দুর্গা পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই কলকাতা মহানগরীর মুখ ঢেকে যায় অজস্র বিজ্ঞাপনে। ফ্লেক্সে ফ্লেক্সে ঢাকা পথঘাটগুলি অচেনা হয়ে ওঠে একমাসের জন্য। মাশুল দিতে হয় শহরের বুকে বেড়ে ওঠা গাছগুলিকে।

গ্রীষ্মের ক্রমঃবর্ধমান দাবদাহ বারংবার মনে করায় গাছের ছায়া আর সবুজের অবদানকে। এমনিতেই ইঁট কাঠ বালির ইমারতি নির্মাণের প্রাবল্যে মহানগরী ও শহরতলির জনজীবন এবং নাগরিক সমাজ বিব্রত। রাজনৈতিক দাদাগিরির পাশাপাশি স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব অপরিসীম। দুর্গা পুজোগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহয্য পাওয়া সত্ত্বেও চাঁদা যন্ত্রণা অব্যাহত।

দুর্গা পুজোর আবহে নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করার বিপজ্জনক প্রবণতা ক্রমশই ছোট বড় সব পুজো উদ্যোক্তদের গ্রাস করছে। বিজ্ঞাপন, গাছপালা ছেঁটে ফেলার পাশাপাশি গাড়ি চলাচলের পথ অপরিষ্কার হয়ে উঠছে। প্যান্ডেল এর বাঁশ বহু আগে থেকেই পথের ধারে পড়ে থাকছে। রাস্তা জুড়ে পুজো প্যান্ডেল করার অনুমতি নাগরিক জীবনকে অতীষ্ট করে তোলে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অর্ধেক অংশে প্যান্ডেল বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন। শুধুমাত্র ট্রাফিক সমস্যাই নয়। শহরের গতি কমে যাওয়ার পাশাপাশি ছোট খাট দুর্ঘটনা হয়ে চলেছে।

অপরিকল্পিত বৃক্ষছেদনের কুফল পাওয়া যায় কালবৈশাখীর সময়। হাল্কা হয়ে যাওয়া গাছ ও ডালপালা গুলি ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে। অথচ রাজপথের বহু ট্রাফিক সিগনাল আটকে যায় বড় বড় রজনৈতিক বিজ্ঞাপনের আড়ালে এমন কী কখনও কখনও গাছের আড়ালেও।

ক্লাব গুলিকে রাজ্য সরকার সত্তর হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন পুজো উদ্‌যাপনের জন্য। তবু বহু বাড়ি থেকে বিশেষ করে মেস বাড়িতে ভাড়া থাকা ছাত্রদের থেকে চাঁদা আদায়ের প্রবণতা কমেনি। কোটি কোটি টাকা বাজেটের নানা পুজোর আলোয়, জনস্রোতে যখন মহানগরী ও শহরতলি ভাসবে তখন দেবী প্রতিমার কারিগরদের ভগ্নপ্রায় অস্থায়ী কারখানাগুলোয় জমাট অন্ধকার। প্রশাসন ও সরকার একদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মৃৎশিল্পীদের জন্য আধুনিক স্টুডিও গড়ে তোলা হবে। আজ পর্যন্ত কুমারটুলি কিংবা পটুয়াপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের জন তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসন ও সার্বজনীন পুজো উদ্যোক্তারা নিশ্চয় বিষয়টি ভেবে দেখবেন আশা করা যায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

ব্যবহারপরায়ণ হয়েও যিনি অন্তরে নির্লিপ্ত, তিনি জীবন্মুক্ত। সুখে দুঃখে যিনি সমান সন্তোষশীল, তিনি জীবন্মুক্ত। ব্যবহারিকভাবে যাঁকে রাগ–দ্বেষ ভয়ে ক্রিয়াশীল দেখা যায় অথচ অন্তরে নির্মল স্বচ্ছ, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সর্বদা আত্মার জাগ্রত এবং জগদ্ ব্যাপারে ব্যবহারপরায়ণ, তিনিও জীবন্মুক্ত। যিনি শরীরসম্পন্ন হয়েও দেহবোধ শূন্য, মন থাকা সত্ত্বেও যিনি অমনস্ক, সংসারে থেওে যিনি অনাসক্ত, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি অন্যের উদ্বেগের কারণ হন না, এবং কেউই যাঁর উদ্বেগের কারণ হয় না, তিনি জীন্মুক্ত। এই সাধুগণ দেহান্তে জীবন্মুক্তির অবস্থায় উত্তরণ করে বিদেহ মুক্ত হন। বিদেহমুক্তগণ পূর্ণত্বে লীন থাকেন। তাঁরা সৎ–অসৎ, উদিত–অস্তমিত, গুণান্বিত–নিগুণ ইত্যাদি কিছুই হন না। সকল ভেদজ্ঞান তাঁদের নির্মূল হয়। ব্রহ্মস্বরূপ সেই বিদেহমুক্ত পুরুষেরাই ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ হয়ে সৃষ্টি–স্থিতি–লয় সাধন করেন। তাঁরাই সূর্য, ভূমি, জল, আকাশ, অগ্নি, কাল, দিক্, শূণ্য, স্থাবর, জঙ্গম হয়ে সমস্ত জগদ ব্যাপার সম্পন্ন করেও তাতে নির্লিপ্ত থাকেন। অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ হয়ে তাঁরাই প্রকাশিত হন। রাম! এরই নাম নির্বাণ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি। দৃশ্য জগতের মিথ্যাত্ব সম্পর্কে জ্ঞানোদয় হলে ওই আত্যন্তিক মুক্তি লাভ সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে তা অপ্রাপ্য। রাম বললেন, হে বরেণ্য বেদবিদ! বিদেহমুক্তগণ যদি ত্রিলোকের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন, তবে তো তাঁরা সংসারে বন্ধনে আবদ্ধ বলতে হয়? বশিষ্ঠ বললেন, ত্রিলোকের প্রকৃত অবস্থান থাকলে তবেই তো তাঁরা সংসার দশা লাভ করবেন। ব্রহ্ম নিজেই চিদ্–শক্তির দ্বারা সংসারদশায় আবদ্ধ হন এমন ধারণাও নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমি স্বর্ণালঙ্কারে শুধু স্বর্ণ দেখি, জলপ্রবাহে শুধু জল দেখি। আকাশের শূণ্যতা, বায়ুর স্পন্দন, অগ্নির তেজ যেমন একই বস্তু, তেমনই ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। রাম বললেন, যে উপায়ে দৃশ্য জগতের মিথ্যাত্ব সম্পর্কে স্থির জ্ঞান লাভ করা যায়, তা বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, আবহমান কাল ধরে মিথ্যা জগতকে কে সত্য বোধ করে জীব বদ্ধমূল ভ্রান্তিতে অভ্যস্ত হলেও বিশেষ বিচারবলে তা উচ্ছেদ করা যায়। সেই বিশেষ বিচার হল এই প্রকার, দৃশ্যমান এই জগৎ প্রলয়কালে থাকে না। আলো–আঁধার এমন কি ব্রহ্মা–হরি–হর দেবাদিও তখন থাকে না। থাকেন শুধুমাত্র ব্রহ্ম, যিনি অনাদি–অনন্ত–অমর–মঙ্গলস্বরূপ। সেই পরম হতেই জগৎ বিকশিত হয়। তিনি সদ–অসৎরূপী সর্বস্বরূপ, অথচ তিনি কিছুই নন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

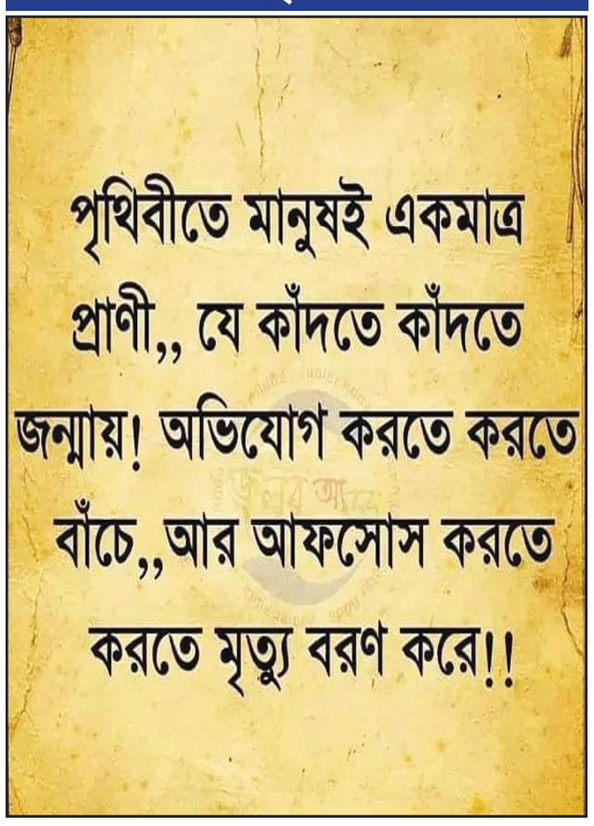

জাতীয় শিক্ষক বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে পালিত হোক বাংলার শিক্ষক দিবস

নির্মল গোস্বামী

ইদানিং রাজনীতিতে বিষয়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাহল পুরনো বাতিল করে নতুন নাম প্রদান করা। এই বঙ্গে বহু বছর আগে যুক্তফ্রন্টের সময় তৎকালীন মন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী কিছু নাম পরিবর্তন করেছিলেন কলকাতার। যেমন মনুমেন্টের নাম বদলে শহিদ মিনার। ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম বদলে বিবাদি বাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আবার নাম বদলের হিড়িক পড়ে গেছে। রেল স্টেশনের নাম বদল জায়গার নাম বদল হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো হবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক শ্রীমতী মমতা দেবী আবার নতুন নতুন নামকরণের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলেছেন। তবে রেল স্টেশনের নাম থেকে প্রকল্পের নাম যাই হোক এই বঙ্গের নামে হল পশ্চিমবঙ্গ। সেই উপনিবেশিক কাল থেকে এই নাম চলে আসছে। স্বাধীনতার পরও তা বদলায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে রাজ্যের নাম হোক বাংলা বা বঙ্গ। নানা আইনি জটিলতায় তা আটকে আছে। কিছুদিন আগে ২৩ জুন রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হল। রাজ্য সরকার তার বিরোধীতা করল। ইতিপূর্বে কোন দিন শোনা যায় নি যে কোন একটি প্রদেশের জন্মদিন ঘটা করে পালিত হচ্ছে। আবার সদ্য সদ্য রাজ্য বিধান সভায় পাস হয়ে গেল ১ বৈশাখ পালিত হবে এই রাজ্যের জন্মদিন। আবার রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের ধাঁচে রাজ্য সঙ্গীত ঠিক করা হল 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। এতো কিছু বললাম এই জন্য যে কী রাজ্যে কী কেন্দ্রে পুরাতনকে বিদায় দেবার বা নতুনকে সাদরে গ্রহণ করার একটা সংস্কৃতি চালু হয়েছে। এই নাম বদলের পিছনে অনেক রকম যুক্তিও থাকছে এবং জনমানসে তা ধীরে ধীরে গ্রহণীয়তাও পাচ্ছে।

আমরা জানি ইংরেজরা অনেক জিনিস আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে। সেগুলের পরিবর্তন হচ্ছে। এই দেশে নেহেরুর জমানায়ও অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পরিবারের মাহাত্ম্যকে বাড়াবার জন্য। এবং বিজেপি সরকারও সেই সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চাইছে। আবার নেহেরু পরিবারের ধামাধরাদেরও কিছু কিছু পদ দিয়ে গেছেন। যেমন শিক্ষক দিবস। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনকে সারা ভারতে শিক্ষক দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে গেছেন। বাজারে হাজার হাজার ডক্টর ছড়িয়ে আছে। এবং নয় নয় করে অনেকগুলি রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষ পেয়েছে। ফলে

ঠিক কোন গুণে তাঁর জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা কিন্তু অনেকের কাছেই অজানা। উপরন্তু স্যোসাল মিডিয়ায় তাঁর নামে অনেক রটনা রটছে যা কাম্য নয়। আবার তার প্রতিবাদেও কেউ এগিয়ে আসেনি। অনেকে বলছেন রাধাকৃষ্ণণ একজনের থিসিস চুরি করে ডক্টরেট পেয়েছেন। নেতাজীর প্রত্যাবর্তন ঘিরেও নানা কাহিনী রটেছে তাঁর নামে। এর কোনো প্রতিবাদ কিন্তু এখনো হয়নি। আমরাও এর সত্যি মিথ্যা যাছাই করিনি। কিন্তু যদি তা সত্যি হয় তাহলে বলতেই হবে তিনি নীরব ছিলেন প্রভুকে খুশি করতে, বা পদ হারাবার ভয়ে। এমন এক বিতর্কিত মানুষের জন্মদিনে শিক্ষক দিবস পালন হলে শিক্ষকদের মেরুদণ্ড সোজা থাকবে কি? থাকবে না যে, এবং থাকার কথাও নয়। তাই থাকে নি। শিক্ষকদের নিয়ে জন মানসে হতাশার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে।

ফলে দাবি উঠেছে, শিক্ষক দিবস হোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। ৫ সেপ্টেম্বর নয়, ২৬ সেপ্টেম্বর হোত জাতীয় শিক্ষক দিবস। দেশ যদি নাও মানে, অন্তত এই রাজ্যের জন্য আলাদা শিক্ষক দিবস হোক ২৬ সেপ্টেম্বর।

একটা জাতির ঘুম ভাঙিয়েছেন যিনি, যিনি বাঙালির মুখে ভাষা জুগিয়েছেন, যিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, দেশের প্রান্তে প্রান্তে স্কুল খোলার জন্য এবং তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখেছিলেন তিনিই তো সমাজের আদর্শ শিক্ষক। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল তবুও কর্তব্য থেকে তিনি এক পাও নড়েন নি। যা সত্য বলে জেনেছেন তার জন্য প্রাণ বাজী রাখতেও তিনি রাজি ছিলেন। এমন কর্তব্য পরায়ণ মানুষকে আদর্শ হিসাবে সামনে রাখলে দেশেরই লাভ হবে। তাঁর দূরদর্শী মেধার কাছে সকলের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে। তিনি শুধু শিক্ষা বিস্তারই করেননি। বাংলার সাহিত্যে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। পরিশীলিত বাংলা গদ্যের পথ চলা তাঁর হাত ধরে শুরু হয়েছিল। তিনি বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির মূল মন্ত্রটা বলে গেছেন। গদ্য শেখার ছলে নীতিকথাও ছাত্ররা যাতে শেখে সেই মতন করে তিনি শিশুদের জন্য বই রচনা করেছেন। 'সদা সত্য কথা বলিবে'। 'যে মিথ্যা বলে কেহ তাহাকে ভালবাসে না।' আজ পর্যন্ত ধর্ম জগতে যত মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একটা কথা বলেছেন যে কলির সাধনা হল সত্যের সাধনা। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যানী নয়, তিনি পিতা–মাতা, পুত্র পরিবার নিয়ে ঘোর সংসারী। সেই সংসার সাধনার সার বস্তু তাঁর করায়ত্ত ছিল। তিনি সাধনার উচ্চ মার্গের কথা শিশু পাঠ্যে লিখে দিয়েছেন। যে সত্যের সাধনা তিনি আজীবন করেছেন সেই মানুষকে আদর্শ শিক্ষক বলা যদি না হয় তাহলে জাতীয় স্তরে আমরা মস্তবড় পাপ করব। তাঁর দেখানো পথে যদি আমরা চলতে পারতাম তাহলে বাঙালির যা দুর্দশা দেখা যাচ্ছে তা হয়তো না হতো না।

তাঁর দেহটি ছোট আর মাথাটা ছিল বড়। কিন্তু তিনি মাথা দিয়ে নয় সমস্ত কাজ করতেন হৃদয় দিয়ে। ওই টুকু শরীরে অতবড় বিশাল হৃদয় কোথায় ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শুধু বিধবা নয়, গরীব নয়, দুঃস্থ মানুষ নয়, বিপদগ্রস্থ রাজা, জমিদারও তাঁর উদার হৃদয়ে ঠাঁই পেয়েছেন বিপদের সময়। তিনি সময়ের আগে চলতেন। সমাজ যেমন চলছে সেইভাবে জীবন যাপন নয়। আগামী দিনে সমাজটা কেমন হবে তাই ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রধান বিষয়। তাই সমাজের সর্বপ্রকার ক্লেদ মুক্ত করতে তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। এমন মানুষ যদি শিক্ষকদের আদর্শ হয় তবেই তো আদর্শ শিক্ষক তৈরি হবে।

তিনি যা কিছু করেছেন সবই পুরুষাকারে নির্ভর করে। তিনি কোন কাজে কোনদিন দৈব্য নির্ভর ছিলেন না। আপন আত্মশক্তিতে সব বাধা তিনি অতিক্রম করে পথ চলেছেন এবং জাতিকে পথ চিনিয়েছেন। যুগাচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব উপাযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন 'তুমি তো সিদ্ধ হয়েই আছ, তাই তোমার মন অত নরম'। সেই সিদ্ধ পুরুষের জন্মদিনে যদি শিক্ষক দিবস পালিত হয়, তবে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। উত্তর পুরুষ হিসাবে আমাদের কিছুটা ঋণ শোধ হবে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আদর্শ ছাত্র দরদী শিক্ষক। ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে নতুন বঙ্গে নতুন জন্মদিন পালনের সাথে সাথে বাঙালির নতুন শিক্ষক দিবস ঘোষিত হোক ২৬ সেপ্টেম্বর।

জি–২০ শীর্ষ বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে অনন্য উপহার ভারতের

সপ্তাহের বাছাই বিষয়

শ্রীজাতা সাহা সাহু

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হল উপহার সামগ্রী বিনিময়। নতুন দিল্লিতে জি–২০ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের সময় ভারত সম্মেলনে আগত বিশ্বনেতৃবৃন্দের হাতে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিয়েছে। এইসব উপহার সামগ্রীতে দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছোঁয়া রয়েছে। এখানে হস্তশিল্পীদের সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম যেমন রয়েছে পাশাপাশি, সেই শিল্পকর্মে এদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য–ও স্থান পেয়েছে। এগুলি আগামীদিনে এই সম্মেলন সম্পর্কে স্মৃতিচারণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

যে সব উপহার সামগ্রী অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের মধু, দার্জিলিং–এর অরেঞ্জ পিকো চা, নীলগিরির চা, আরাকু উপত্যকার কফি, কাশ্মীর উপত্যকার জাফরান এবং রাষ্ট্রনেতাদের স্ত্রীদের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সুন্দর নক্সার স্টোল।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন গড়ে উঠেছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর অববাহিকায়, বঙ্গোপসাগরের তীরে। এই বনে মৌমাছি চাক বানায়। মৌ–চাষের আগে এই অঞ্চলের মানুষ জঙ্গলে ঢুকে মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করতো। এঁরা মৌলি নামে পরিচিত।

সুন্দরবনের লোভনীয় মধু

এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের প্রতিফলন। এখানে খালিসা, বানি, গড়ান – সহ বিভিন্ন ফুলের মধু পাওয়া যায়। ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক সুন্দরবনের মধুর গুণ এক কথায় বলা যায় অপরিসীম।

দার্জিলিং–এর অরেঞ্জ পিকো চা এবং নীলগিরির চা ভারতের চা শিল্পের দুটি মূল্যবান রত্ন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের চা চাষের বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দুই ধরনের চা কিছুটা পৃথক।

দার্জিলিং–এর চা বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার বা ৫ হাজার ফুট উচ্চতায় কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ে এই চায়ের চাষ হয়। এই অঞ্চলের মাটির বিশেষ গুণের কারণে দার্জিলিং–এর সুগন্ধী চা যখন আপনার টেবিলে পৌঁছায়, তখন সেই চায়ে দ্রুত চুমুক না দিয়ে থাকা যায় না।

নীলগিরির চা দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট বা তিন হাজার ফুট উচ্চতায় এই চায়ের চাষ হয়। নীলগিরির চা মাঝারি মাপের কড়া স্বাদের। তবে, এর এক অদ্ভুদ সুন্দর গন্ধ রয়েছে। মূলত আইস টি–তে লেবুর রস দিয়ে এই চা খেতে অনবদ্য।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আরাকু কফি, তার অতুলনীয় মশলাদার স্বাদের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতির সঙ্গে সুন্দর সহাবস্থানে আরাকু উপত্যকার কৃষকরা এই কফির চাষ করেন। এখানে কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয় না। পুরো কফি উৎপাদন হয় যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। বিশেষ ধরনের জৈব গুণসম্পন্ন এই কফি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়।

কাশ্মীর উপত্যকার জাফরানকে অনেক সময়ই 'লোহিত সোনা' বলা হয়। হাজার হাজার ফুলের থেকে মাত্র কয়েক গ্রাম জাফরান পাওয়া যায়। এক ধরনের অ্যাসিড এবং ক্রোসিনের সংমিশ্রণে তৈরি ক্রোসেটিনের কারণে লালচে কমলা রঙের জাফরান বছরে খুব কম সময়ে চাষ হয়। স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয় এই জাফরানের অক্টোবরের শেষে চাষ শুরু হয়। নভেম্বরে জাফরান ফুল তুলে ফেলতে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি হাব্বা খাতুন যিনি কাশ্মীরের নাইটিঙ্গেল নামে পরিচিতা, জাফরানকে তাঁর কবিতায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। রান্নায় ব্যবহৃত জাফরানের অনেক গুণ আছে। জাফরান থেকে পাওয়া তেল ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। জাফরানে পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, ক্যালসিয়াম, সেলেনিয়াম, তামা, দস্তা এবং ম্যাগনেসিয়াম–সহ বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। এছাড়াও এতে ফলিক অ্যাসিড, নিয়াসিন, রিবোফ্লেবিন, ভিটামিন এ এবং সি রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

দেশ দেশান্তরে

সীমান্ত নির্মাণে টক্কর

প্রণব গুহ

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার কার্যত অরুণাচল প্রদেশে ৩৬টি রাস্তা ও সেতু প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন গত মঙ্গলবার ১২ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে কৌশলগতভাবে অবস্থিত নেচিফু টানেলটি তাওয়াংকে আসামের বালিপাড়ার সাথে সংযুক্ত করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেদিন কার্যত জম্মু থেকে সারা দেশে মোট ৯০টি মূল সীমান্ত অবকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন যার মধ্যে রয়েছে২২টি রাস্তা, ৬৩ টি সেতু, নেচিফু টানেল, দুটি এয়ারফিল্ড এবং দুটি হেলিপ্যাড।

চিনের সাথে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের (বিআরও) ৯০টি প্রকল্প ২,৯৪১ কোটি টাকা মূল্যের।

মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু এবং পুলিশের মহাপরিচালক আনন্দ মোহন পশ্চিম কামেং জেলার সেসা থেকে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন। খাণ্ডু বলেন নেচিফু টানেল স্থাপত্যের মাস্টারপিস। কৌশলগতভাবে অবস্থিত টানেলটি সৈন্যদের পাশাপাশি নাগরিকদের দ্রুত চলাচলের সুবিধা দেবে।

টানেলের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি আরও বলেন যে এটি শুধু বিসিটি সড়কে যাতায়াতকারী লোকদের দূরত্ব কম করবে না বরং বছরের অধিকাংশ সময় এলাকাকে ঘিরে থাকা কুয়াশায় গাড়ি চালানোর বিপদও কমিয়ে দেবে।

বিআরও কর্তারা জানান, ৫,৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, পশ্চিম কামেং জেলার বালিপাড়া–চারদুয়ার–তাওয়াং সড়কের নেচিফু টানেলটি একটি অনন্য ডি–আকৃতির একক–টিউব ডাবল–লেন টানেল যা কৌশলগত তাওয়াং অঞ্চলে সর্ব–আবহাওয়া সংযোগ প্রদান করবে এবং সশস্ত্র বাহিনী এবং পর্যটক উভয়ের জন্যই উপকারী হবে। টানেলটি নেচিফু পাসকে বাইপাস করবে, যেখানে চরম কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা সাধারণ যানবাহন এবং সামরিক কনভয়কে বাধা সৃষ্টি করবে।

বিআরও সম্প্রতি ৬৭৮ কোটি রুপি ব্যয়ে এলএএস বরাবর অরুণাচলের আটটি রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত মোট প্রকল্পগুলির মধ্যে, ১১টি জম্মু ও কাশ্মীরে, ২৬টি লাদাখে, ৩৬ টি অরুণাচলের, পাঁচটি মিজোরামে, তিনটি হিমাচল প্রদেশে, দুটি সিকিম,

উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে এবং একটি করে নাগাল্যান্ডে, রাজস্থান, এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। অরুণাচলের উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আটটি সড়ক প্রকল্প এবং ২০টি সেতু।

পাকিস্তানকে কব্জা করে ভারত সীমান্ত বরাবর চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিপদ। দুর্গম স্থানে যোগাযোগ বাড়িয়ে ইতিমধ্যে সেখানে সেনা ছাউনি অস্ত্রশস্ত্রের ডিপো তৈরি করে ফেলেছে চিন। চিনের এই প্রকল্পকে টক্কর দিতে ২০০৮ সালে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয় সীমান্তের দুর্গম স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানোর। গড়া হয় বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন বা বিআরও। কিন্তু ২০০৮ থেকে ২০১৫ কাজ সেভাবে এগোয় নি। তার প্রধান কারণ বরাদ্দের অভাব। এই সময়ে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৬০০ কোটি টাকা। আবার কম বরাদ্দের প্রধান কারণ তৎকালীন সরকারের মনোভাব। সেই সময় পুল তৈরি হয় ১২২৪ মিটার আর সড়ক ৬৩২ কিলোমিটার। ইউপিএ–র মনমোহন সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি সংসদে বলেছিলেন সীমান্তে যোগাযোগ বাড়ালে সেই রাস্তা দিয়ে চিন ঢুকে আসতে পারে। এই মনোভাবে শ্লথ গতিতে কাজ করতে থাকে বিআরও আর উৎসাহ বাড়ে চিনের।

মনোভাব পাল্টায় ২০১৪ সালে সরকার পরিবর্তনের পর। মোদী সরকার বিপুল বরাদ্দ বাড়িয়ে চাঙ্গা করে বিআরওকে। ঢল নামে নির্মাণে। ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বরাদ্দ হয় ৮৭৬৩ কোটি টাকা। পুল নির্মাণ হয় ২৭১৫ মিটার ও সড়ক তৈরি হয় ৪০৯ কিলোমিটার। আর ২০২০ থেকে ২০২৩ বরাদ্দের পরিমাণ ১২৩৪০ কোটি টাকা। মাত্র তিন বছরে তৈরি হয়েছে ৩৬৫২ মিটার পুল ও ৯৩৪ কিলোমিটার সড়ক। রাজনাথের আজকের উদ্বোধন এরই ফল। বিআরও–র মহানির্দেশক লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব চৌধুরী বলেন, আগামী দিনে বিআরও চিনকে পিছনে ফেলে রেকর্ড উচ্চতায় নির্মাণ করতে চলেছে যা হবে সর্বকালীন রেকর্ড। সেদিকেই তাকিয়ে আমরা।

পাঠকের কলমে

মুন্সিরহাটে দিন দিন বাড়ছে যানজট

হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সিরহাট জনবহুল ও ব্যস্ততম এলাকা। মুন্সিরহাট চাঁদনী মোড় (চৌ'মাথা) একটি ব্যস্ততম সড়ক। একদিকে সড়ক যেমন চলে গেছে উদয়নারাণপুর তেমনি অন্য দিকের সড়ক ডোমজুড় হয়ে হাওড়া ও কলকাতা,আর একটি সড়ক লোকনাথ বাবার মন্দিরের দিকে আর একদিকে মুন্সিরহাট বাজার হয়ে মাজু উপর দিয়ে পানপুর হয়ে আমতা। এই মুন্সিরহাট বাজারে নিত্য যানজটে নাজেহাল অবস্থা এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে আমজনতা। সকালের দিকে বাজার বসার সময় যানজটে এমন অবস্থা হয় যে একবার যদি যানজট শুরু হয় তো সেই যানজট থেকে মুক্তি পেতে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা হয় সকালের। এর কারণ হিসাবে নিত্য যাত্রীদের ও এলাকাবাসী মতে, মুন্সিরহাট টু সাঁকরাল, মুন্সিরহাট টু আমতা ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে মুন্সিরহাট বাজারের শেষ তিন'মাথা রাস্তা পর্যন্ত প্রয়জনের তুলনায় রাস্তা অনেক কম চওড়া।

এই জনবহুল এলাকার একটি বাজারে, বাজার বেলার সময় যানজট থেকে মুক্তির জন্য থাকেনা কোনো ট্রাফিক পুলিশ এমনটাই দাবি এলাকাবাসী থেকে নিত্য যাত্রিরা। যদিও এই রাস্তা দিয়ে বাস যাতায়াত করে না। আগে মাজু থেকে হাওড়াগামী বাস চলাচল করতো। বহু বছর আগে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন লরি, টোটো, ট্রেকার ও নিত্য প্রয়োজনীয় যানবাহন করে। নিত্য যাত্রীদের ও এলাকাবাসীদের মতে এই মুন্সিরহাট বাজারে যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই যানজটের হাত থেকে সকলেই মুক্তি পায়। এখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের যানজট মোকাবিলায় নিয়োগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দিকেই তাকিয়ে আছে সকলে।

মৃন্ময় ঘোষাল
হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

কৃষি নিয়ে পড়াশোনা করে লাখ লাখ টাকার চাকরি পেতে পারেন, কোথায় পাবেন?

সময়ের সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বাড়েছে। আধুনিক কৃষিকাজ তরুণদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলে দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। তরুণদের ঝোঁকও বেড়েছে কৃষি ক্ষেত্রের দিকে।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী এখনো কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তুলছে।কৃষকরা তাদের ক্ষেতের মাটি ইত্যাদি পরীক্ষা করেই চাষে সার প্রযোগের অনুপাতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বিভিন্ন স্থানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ক্ষেতের মাটি ইত্যাদির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে পরীক্ষাগারে।এমতাবস্থায় কৃষি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, হর্টিকালচার, ফুড অ্যান্ড হোম সায়েন্সের মতো যেকোনো ক্ষেত্রে পড়াশোনা করে আপনি আপনার ক্যারিয়ারের উন্নতি করতে পারেন। কৃষি খাতে বিপণন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ভালো ক্যারিয়ার গড়া যায়।

কৃষি বিষয় কোর্স
কৃষি পদার্থবিদ্যা
কৃষি ব্যবসা
উদ্ভিদ রোগবিদ্যা
উদ্ভিদ প্রজনন এবং জেনেটিক্স
বৃক্ষরোপণ ব্যবস্থাপনা
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নয়াদিল্লি
ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট
জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা ইনস্টিটিউট
এলাহাবাদ কৃষি ইনস্টিটিউট
ইন্দিরা গান্ধী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
জওহরলাল নেহেরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগ্যতা

আপনাকে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বা জীববিদ্যা সহ ১২ পাস হতে হবে। একজন কৃষি বিজ্ঞানী হতে হলে কৃষিতে ডিপ্লোমা করতে হবে। প্রফেশনাল কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্পেশালাইজেশন থাকতে হবে।

কৃষি খাতে চাকরি

তরুণরা প্রতি বছর কৃষি খাতে চাকরির ভাল সুযোগ পায়। আইসিএআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ–এ চাকরির সুযোগ প্রতি বছর পাওয়া যায়। UPSC কৃষি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করে। আপনি যদি চান, আপনি কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরির সন্ধান করতে পারেন।

সৌজন্যে : কৃষিজাগরন

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বারুইপুরে। ষোলটা ব্লকের যুবক যুবতীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর রজত শুভ্র নস্কর বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তাঁর দপ্তরে। তিনি জানান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ওপর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে ১৮ থেকে ২৯ বছরের যুবক যুবতীরা। যিনি প্রথম হবেন তাকে রাজ্য স্তরে পাঠানো হবে। দেশের প্রতি ভালবাসার সচেতনতা আনতে এবং স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তিনটি সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লক থেকে এই প্রতিযোগিতায় যুবক–যুবতীরা অংশগ্রহণ করবেন। 'মেরা মাটি মেরা দেশ' এই কর্মসূচি চলছে সেইসঙ্গে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদি কি অমৃতমহোৎসব চলছে তারই অঙ্গ হিসাবে এই বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে পূরবী ব্যানার্জী, মহম্মদ জাফর ও সৌমিক কর।

নারী শক্তির উমার আগমনে উচ্ছাস দেখা গেল নববারাকপুর পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ মাসুন্দা পল্লী মঙ্গল সমিতির পরিচালিত ৩০ তম বর্ষের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয়া। উদ্বোধন করলেন পুজো কমিটির উপদেষ্টামন্ডলীর প্রধান তথা পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, মনোজ সরকার, পুজো কমিটির সভানেত্রী পুতুল সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী, গৌতম সাহা ও সংঘের সদস্যরা।

৬ মাস অন্তর পঞ্চায়েতে পরীক্ষা হবে, ফেল করলেই পদ থেকে সরতে হবে : পরেশরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে ৬ মাস অন্তর পরীক্ষা হবে। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে প্রধান কিংবা উপপ্রধাধ পদ খোয়াতে হতে পারে। পরিবর্তে উন্নয়ণের স্বার্থে প্রধান ও উপপ্রধান পদে নতুন মুখ আনবে দল।সম্প্রতি এক জনসভার মঞ্চে হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনই কথা ঘোষণা করলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। উল্লেখ্য ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার অন্তর্গত ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪১ আসন, একটি পঞ্চায়েত সমিতির ৩০ টি আসন ও জেলাপরিষদের ৩ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।ক্যানিং পশ্চিমের অধীনে বাঁশড়া, দাঁড়িয়া, দিঘীরপাড়, গোপালপুর, হাটপুকুরিয়া, ইটখোলা, মাতলা ১ ও ২, নিকারীঘাটা,তালদি সহ মোট ১০ টি পঞ্চায়েত রয়েছে। ইতিমধ্যে ১০ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম দ্রুত এবং সঠিক ভাবে উন্নয়ন করার জন্য বিধায়ক পরেশরাম দাস একটি জনসভার মঞ্চ থেকে

নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানদেরকে সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, প্রতি ৬ মাস অন্তর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্মের উপর পরীক্ষা করা হবে। যদি ভালো কাজ হয় তবে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় ভালো কাজ হচ্ছে না।সাধারণ মানুষ সঠিক ভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না, সে ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা উপপ্রধানকে সরিয়ে নতুন পঞ্চায়েত সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। উন্নয়ন নিয়ে কোন প্রকার সমস্যার সম্মূখীন হওয়া যাবে না। কারণ সাধারণ মানুষ আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন তাঁদের কাজের জন্য। ফলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।

বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উন্নয়ণের ধারা অব্যাহত রাখতে ৬ মাস অন্তর পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। ক্যানিং ১ ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান উপপ্রধান পদে নতুন মুখ আনা হয়েছে। উন্নয়নের কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয়।সে ক্ষেত্র যদি কোন পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা উপপ্রধানের কাজে এলাকার মানুষ যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন তাহলে সেই প্রধান, উপপ্রধানকে বসিয়ে অন্য কোন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

সম্প্রতি আর্মি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাক্তনি স্বর্গীয় লেফটেন্যান্ট নবদ্বীপ সিং বিনসের স্মৃতিতে একটি দিন তারা শান্তি রানী রেনবো হোমের ছাত্রীদের সাথে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাটায়। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গিকভাবে তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা বর্তমান আর্মি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর ভি এস রানাডে।

শরতেও বন্যাতঙ্কে বাসিন্দারা

প্রথম পাতার পর

দাঁইহাট ফেরিঘাট সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা রামেশ্বর সরকার বলেন, নদীর জলস্ফীতির পরিস্থিতি আর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দেখে মনে হচ্ছে দিনকয়েকের মধ্যেই আমাদের ফেরিঘাট নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনতে হবে। এই অঞ্চলে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বন্যার পরিস্থিতি থাকে। নদী বাঁধ তীরবর্তী চৌধুরীপাড়ার বাসিন্দা পূজা মণ্ডল, জহর মণ্ডল প্রমুখরা বলেন, প্রতিনিয়ত মেঘে আকাশ ঢেকে যাচ্ছে এবং ভাগীরথীতে এখনও যেভাবে জল বাড়ছে তাতে দুর্গাপুজোর মুখে প্লাবনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছি না।

বারাসত প্রেস ক্লাবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গুণীজন সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত পুরসভার অন্তর্গত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে বারাসত প্রেস ক্লাবের পরিচালনায় প্রয়াস ও মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটির সহযোগিতায় বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ ও বারাসতের পুর সিআইসি অভিজিৎ নাগচৌধুরী। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলার চারজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিককে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে। এই চারজন সাংবাদিক হলেন চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি সাহা, সরোজকান্তি চক্রবর্তী ও ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এই শিবিরে প্রায় শতাধিক মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

৭৫ জন ব্যক্তিকে বিনা ব্যয়ে চশমা প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়। পাঁচজনের চক্ষু বিনা ব্যয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয় ৯ সেপ্টেম্বর। এছাড়াও এই শিবিরে হাড়ের ডেনসিটি পরীক্ষা করা হয় ৮০ জনের। তার মধ্যে কয়েকজনের অস্টিও পোরোসিস ধরা পড়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রয়াস–এর আয়োজিত ক্যানসার সচেতনতা শিবিরে মেডিকার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. পূজা আগরওয়াল ও ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের ক্যানসার সচেতনতা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেন। এদিন বারাসত আইএমএর সভাপতি ডা. তপন বিশ্বাস প্রেস ক্লাবের সুপারিশে কমদামে সারভাইভাল ক্যান্সারের ভ্যাকসিন দেওয়ার ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রত্না চট্টোপাধ্যায় ও বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শ্যামল কুমার বিশ্বাস। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশিষ্ট আধিকারিক প্রসেনজিৎ মণ্ডল, বারাসত প্রেস ক্লাবের সভাপতি ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য সহ গৌতম ঘোষ, অনন্ত চক্রবর্তী, নীতিবিকাশ ঘোষ, মাবজুল চৌধুরীসহ সাংবাদিক সদস্যবৃন্দ।

ডালমিয়া সিমেন্টের শিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট কফি হাউসে তারামা ভিলাতে সম্প্রতি ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানির তরফ থেকে রাজমিস্ত্রিদের এক প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল। ডালমিয়া সিমেন্টের উপরে বিভিন্ন গুনগত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সিমেন্টের থেকে গুনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত প্রায় ৪৫ জন রাজমিস্ত্রি যোগদান করে এবং হলঘর ভরে যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানির তরফ থেকে মিঃ শান্তনু বিশ্বাস। ইঞ্জিনিয়ার এবং সেল পার্সন মিস্টার শেখর ঘোষ মহাশয় ও জি এস এন্টারপ্রাইজ এর কর্ণধার মিস্টার তপন চ্যাটার্জী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা ছটায় পর অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

জোড়া ফলায় দুশ্চিন্তা

প্রথম পাতার পর

প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বারে বারে ক্ষতির মুখে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এই সমস্ত উপকূলীয় এলাকার মানুষজনেরা। এই খারাপ পরিস্থিতিতে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তারা।

যদিও এ বিষয় নিয়ে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি বলেন, নদী বাঁধগুলি মেরামতের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। সেচ মন্ত্রীর কাছে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই বাঁধের কাজ শুরু হবে। সুন্দরবনের নদীবাঁধের সমস্যা বহু প্রাচীন। বিশেষ করে নামখানা এবং সাগরের বেশ কয়েকটি জায়গার নদী বাঁধের অবস্থা ভয়াবহ। সাধারণ মানুষ বারবার পাকাপোক্ত নদী বাঁধের দাবি জানালেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এখন দেখার সাধারণ মানুষের দাবি মত কত দিনে এই সমস্ত নদী বাঁধগুলি স্থায়ীভাবে হয়।

তৃণমূল নেতাকে চড়

প্রথম পাতার পর

তবে এই ঘটনায় নূপুর হাজরার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তৃণমূল নেতা। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফ্রেজারগঞ্জের বিজয়ীপাটি এলাকা থেকে নূপুর হাজরাকে গ্রেফতার করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।

তবে ক্যামেরার সামনে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা বারীন্দ্রনাথ দাস বলেন, তৃণমূল নেতা স্বপন দাসের মাথায় হাত রয়েছে ব্লক তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের। তাই চাকরি এবং সরকারি সুযোগ–সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ওই নেতা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা তুলেছেন।

কৃতি ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা

সুব্রত মণ্ডল : ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার পার্ক হোটেলে কৃতি অফিসার ছাত্রছাত্রীদের এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ এবং সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার ১০ বছরের প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, গৌরী মুখার্জী, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত (আইএস) অফিসার, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় (আইপিএস) ও জহরলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কৃতী ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষাবিদ জীবন মুখোপাধ্যায়কে কাছে পেয়ে ভীষণ আপ্লুত হয়ে পড়েন।

ডব্লিউবিসিএস মেডিসি টিম অর্গানাইজেশন–এর মাধ্যমে, প্রতিবছর প্রচুর কৃতি ছাত্র–ছাত্রী চাকরি পেয়ে থাকেন। আইপিএস, আইএস, সেলট্যাক্স কমিশনার, বিডিও, এসডিও, এসডিপিও, এসপি, আইসি, ওসি আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করছেন এই সংস্থার মাধ্যমে সফলতাপ্রাপ্তরা। সংস্থার কর্ণধার সৌম্য মুখার্জীর অনুপ্রেরণায় নিম্ন, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাও সাফল্য লাভ করেছে।

জমি জটে আজও অধরা

প্রথম পাতার পর

এত টাকা ভাড়া নিত্যদিন আমাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। জমি জটের একটা সমস্যা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিই তো বাগদায় এসে শিলান্যাস করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, বাগদা–বনগাঁ রেল করে দেবেন বলে। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাগদাবাসীর স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল' বিজেপি নেতা দুলাল বর বলেন, 'পেট্রাপোল থেকে চাঁদা বাজার দশ কিলোমিটার। সেই পরিমান অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেদিনের রেলমন্ত্রী, বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তার কিছু করার নেই। কারণ তিনি পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কমিশন তৈরি করেছেন, একাধিক কমিটি তৈরি করেছেন। সেগুলো জন্মানোর আগেই মৃত্যুবরণ করেছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সমর্থক বলেন, 'শুনেছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের তদ্বিরে এবারের বাজেটে বনগাঁ–বাগদা রেল লাইনের টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যদি তা হয়, তাহলে জমি জটের ফাঁসে তা নস্যাৎ হয়ে যাবে। কেননা, তাহলে তো কৃতিত্বটা বিজেপির হবে। এতে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ধ্বস নেমে যাবে। সিঙ্গুর কাণ্ডের সময়ে একটা আইন তৈরি হয় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে। তা হল কোনও অনিচ্ছুক চাষিদের জমি নেওয়া যাবে না। ফলে এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে যে জমির দরকার, তা এই অনিচ্ছুক চাষির ফাঁসে আটকে যাবে।' ফলে বনগাঁ বাগদা রেল লাইনের কাজ কার্যত বিশ বাঁও জলে বলেই মনে করেন বাসিন্দারা।'

সাক্ষরতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের সহযোগিতায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে অতিরিক্ত জেলাশাসক (ট্রেজারী) অদিতি চৌধুরী (আই.এ.এস) একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই পদযাত্রায় ট্রেজারী অফিসার রঞ্জিত মন্ডল, অতিরিক্ত ট্রেজারী অফিসার অমৃতা মল্লিক ও শ্রীমতী শতরূপা বোস, জেলা উদ্যানপালন অধিকর্তা ড: প্রদীপ্ত দত্ত, জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সুচাঁদ চট্টোপাধ্যায় এবং জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীনে থাকা এইডেড এডুকেশনাল হোম ও স্পনসরড স্পেশাল স্কুলের আবাসিক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পদযাত্রা শেষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা হয়। এই সময় পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (এল. আর) নীতিশ ঢালি, ডেপুটি এল. আর সিদ্ধার্থ গুই এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এইডেড এডুকেশনাল হোম ও স্পনসরড স্পেশাল স্কুলের আবাসিক ও ছাত্রছাত্রীরা, যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে জেলায় স্থান অধিকার করেছে, তাদের পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়াও আবাসিক ও ছাত্রছাত্রীরা গান, নাচ, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই দপ্তরের অধীনে থাকা শিল্পীবৃন্দ একটি পুতুল নাচের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাখরাহাট রোডের সংস্কার

প্রথম পাতার পর

পুলিশ চলে যেতেই মানুষ ড্রেন বুজিয়ে দিল। আমরা তো বলেছি বর্ষার পর পাকা ড্রেন করে দেব। সাময়িকভাবে কিছুদিন বাঁশের পাটাতন দিয়ে যাতায়াত করলে সমস্যা হয় না। মানুষকেও সচেতন হতে হবে। অবশ্য রসপুঞ্জ এলাকায় কাজ শুরু হলেও আবার থমকে গেছে। বিশেষ করে জেমস আকাদেমিয়া স্কুলের কাছে রাস্তার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। পুজোর আগে যদি রাস্তার প্যাচওয়ার্ক ভালোভাবে না হয় তাহলে বড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

দুর্নীতির অতিসম্পৃক্ত মিশ্রণ

প্রথম পাতার পর

দুর্নীতিদমনের নামে তদন্ত এজেন্সি লাগিয়ে এমন টাইমফ্রেমে বাঁধা হচ্ছে বিষয়টাকে যাতে ভারতবাসী বুঝে নিতে পারে, দুর্নীতি হবে, তার তদন্তও হবে, কিন্তু তার ফলের জন্য আশায় আশায় বসে থাকলে চলবে না। জীবন যুদ্ধের অসম লড়াই চালিয়েই বাঁচতে হবে এ দেশে। বড়জোর মাঝে মধ্যে কিছু সরকারি বদান্যতা চুঁইয়ে পড়লে তাকে সাদরে গ্রহণ করে এগোতে হবে। মনে করতে হবে এটাই পরম প্রাপ্তি।

ভারতীয় জনগণ খুব বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতি না হলে এই ধারাকেই নিজেদের জীবনের পাথেয় করে নিয়েছে। তারা এখন নিলামে বিশ্বাসী। এই দুর্নীতির মিশ্রণ যারা বিক্রি করছে সবাই এক। এর সঙ্গে যে যত ডোল ফ্রি দিচ্ছে তাকেই রাখতে হবে ক্ষমতায়। তাই দুর্নীতি সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৮৫/৮৬–র মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। কিছুতেই আর উন্নতি ঘটে না। যদিও এতে কিছু যায় আসে না এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর। প্রত্যেক শাসক দল যে যখন ক্ষমতায় থেকেছে জনসমর্থন দিয়ে বিচার করেছে তাদের জোর। কলুষিত মিশ্রণটিকে লুকিয়ে রেখে বলেছে জনসমর্থনই প্রমাণ করে আমরা কত সাচ্চা। এখন এই অতিসম্পৃক্ত দ্রবণটিকে ফের অসম্পৃক্ত করতে হলে এতে জাতীয়তাবাদের তরল ঢালা ছাড়া উপায় নেই।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের উপায় হতে পারে গীতার বাণী

প্রথম পাতার পর

এসব খবর নাকি প্ররোচিত করে আত্মহননকারীদের। মোদ্দা কথা হল, এই সুন্দর পৃথিবীতে একদিকে যখন সম্পর্ক শিথিল হয়ে ভোগ বিলাসের চাহিদা বাড়ছে তখন অন্যদিকে মানসিক অবসাদ বাড়ছে ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া মানুষের। সত্যি কথা বলতে কি মুখে যাই বলুন না কেন এই মানসিক রোগের মোকাবিলা করার মত নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার এখনও তৈরী করতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। তাই হয়তো তাঁরা রোগের চিকিৎসার কথা বলেন কিন্তু রোগের কারণ নির্ধারণ করে তা নির্মূল করার কথা বলেন না। এটাই প্রমাণ করে ক্রমবর্ধমান আত্মহননের সংখ্যা।

বিশেষজ্ঞরা আলোকপাত না করলেও এক্ষেত্রে কিন্তু হতাশা নিবারণে কার্যকরী হতে পারে গীতার বাণী। সাংখ্যযোগের ৭ ও ৮ নম্বর শ্লোকে অর্জুন যখন সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বলে চলেছেন, 'কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে যে শোক, তা দূর করার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা আমাকে বল।' তখন শ্রীকৃষ্ণ ১৪ নম্বর শ্লোকে বলছেন, 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।' অর্থাৎ 'হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ ও দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভারত, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।' আবার ১৫ নম্বর শ্লোকে বললেন, 'যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।' অর্থাৎ 'হে পুরুষর্ষভ (অর্জুন), যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে উভয় অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকেন, তিনিই মুক্তিলাভের অধিকারী।'

হতাশা নিবারণের এমন বহু বাণী ছড়িয়ে রয়েছে গীতার পাতায় পাতায়। কোনো ধর্মাধর্মে আটকে না থেকে বিশেষজ্ঞরা গীতা অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মহননে আগ্রহীদের কাউন্সিলিংএর কথা ভাবতে পারেন। গীতার মূল কথা, আগে পরের সমস্ত ফল ভগবানের কাছে নিবেদন করে ভক্তির দ্বারা কোনো কর্ম করলে তা হতাশা, অবসাদের ছোঁয়া থেকে মুক্ত থাকে। তখন উপলব্ধি হয় আত্মহনন নয়, মুক্তির একমাত্র উপায় নিষ্কাম জীবন। এই আলোকেই আলোকিত হোক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসের ভাবনা।

মহানগরে

প্রয়াত ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হিন্দুস্থান পার্কের নিজ বাসভবনে দীর্ঘদিন কর্কট রোগের যন্ত্রণা ভোগের পর ১০ সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটা কুড়ি নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রখ্যাত ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়ের ছিল অবাধ বিচরণ। সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তিনি। বিভিন্ন দেশ–বিদেশ থেকে আনা তাঁর প্যাঁচার কালেকশন দেখার মত। যেখানেই প্যাঁচার মূর্তি বা শোপিস দেখতেন সংগ্রহ করতেন। ছড়া ছাড়াও উপন্যাসের বই আছে দীপ মুখোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পুরস্কার পান দীপ। আলিপুর বার্তার পুজো সংখ্যাতেও বহু দিন ধরে লেখা লিখি করতেন তিনি। এছাড়াও ছবি তুলতে ভালোবাসতেন। বিভিন্ন সমস্যা বা নান্দনিক ছবি তুলে পাঠাতেন আলিপুর বার্তার দপ্তরে। সেই সূত্রে আলিপুর বার্তার সঙ্গেও অতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন দীপ। আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্থানীয় বিধায়ক দেবাশীষ কুমার। চেতলা হিন্দ সংঘের সদস্যরা শ্রদ্ধা জানান তাদের উপদেষ্টা দীপ মুখোপাধ্যায়কে। এছাড়াও অসংখ্য অনুরাগী এবং সাহিত্য সংগঠন শ্রদ্ধা জানায়। দীপ মুখোপাধ্যায়ের আত্মার শান্তি কামনা করে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ সভায় নীরবতা পালন করা হয়।

কেইআইআইপি'র কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের (কেইআইআইপি) নতুন প্রজেক্ট ডিরেক্টর হলেন কে রাধিকা আইয়ার। তিনি বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক ছিলেন। এতোদিন কেইআইআইপি'র প্রজেক্ট ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন আইএএস বিভু গোয়েল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতি শুক্রবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মেয়রের কাছে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন আসছে, কেইআইআইপি'র কাজের ফলে সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে এবং সে জল দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় জমেই থাকছে। এতে মহানাগরিক বহুবার কেইআইআইপি'র বর্তমান কাজের পদ্ধতির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, কেইআইআইপি'র বর্তমান কাজকর্ম তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। তাদের ইঞ্জিনিয়ারটি ২০৬, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা – ১৭, 'বিজনেস টাওয়ারস কেইআইআইপি' অফিসের ঠান্ডা ঘরে বসে ঘুমোয় না কী? এটা কী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কাজ? কোন্ রাস্তায় জল জমে থাকছে, কোন রাস্তায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা খবর রাখবে রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে তবেই তো সফল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হবে।

শকুন্তলায় মহাসমারোহে কৌশিকী অমাবস্যা পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে বেহালা পশ্চিমের শকুন্তলা পার্ক সন্নিহিত ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দিরটি বহু ভক্ত সমাগমে ভরে উঠল। অগণিত ভক্তের মনস্কামনায় হোম, যজ্ঞ ও বিশেষ অঞ্জলি পূজার্চনা সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি বহু মানুষ মধ্যে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমগ্র পুজোনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে দেখা যায় ওই মন্দিরের সেবাইত দেবু ও তাপস ঠাকুরসহ মন্দিরের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায়।

কর ছাড়, তবে এত আগে হোর্ডিং নয়, বেআইনি হোর্ডিং তো নয়ই

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের দুর্গোৎসবের শুভারম্ভ ১৪ অক্টোবর মহালয়ার আগেই কলকাতা পৌর এলাকার ৪৬২টি রাস্তার সমস্ত রকমের খানাখন্দ মেরামত করা হবে। সমস্ত ধরনের লাইটপোস্টের সুইচ বোর্ড ঢাকা হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎজনিত দুর্ঘটনা এড়াতে পূর্ত দফতর, সিইএসসি এবং কলকাতা পৌরসংস্থার বিদ্যুতায়ন দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে। কলকাতার বড়ো দুর্গাপুজোর আশেপাশে বেআইনি পার্কিং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গাছের গায়ে কোনও রকম বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়াও বেআইনি বিজ্ঞাপন রোধে হোর্ডিংয়ের নিচে বড়ো অক্ষরে পুজো কমিটির নাম লিখে দিতে হবে। কলকাতা শহরের সমস্ত ধরনের বাজার এলাকায় সমস্ত গালিপিট প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে এবং বাইক দুর্ঘটনা রোধে কালীঘাট, জাজেস কোর্ট রোড, চিৎপুর, রবীন্দ্র সরণি এলাকার ট্রাম লাইনের মাঝের রাস্তা মেরামত করা হবে। দুর্গোৎসবের আগে এগুলিই কলকাতা পৌরসংস্থার

কর্মোদ্যোগ। বেআইনি হোর্ডিং–এ ঢাকা যাবে না কলকাতা শহরের মুখ। ১১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পৌরভবনে দুর্গোৎসব সংক্রান্ত বৈঠকে কলকাতা পুলিশকে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বললেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। দুর্গা পুজোয় বিজ্ঞাপন করে ছাড় দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। তা বলে বেআইনি বিজ্ঞাপন নয়। কর ছাড় নিয়ে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই কলকাতা জুড়ে পুজোর হোর্ডিং ব্যানার বসে গিয়েছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নামেই দুর্গোৎসব সংক্রান্ত ব্যানার। শুধুই বাণিজ্যিক সংস্থার বিজ্ঞাপন। তাতে গুড়িগুড়ি করে লেখা পুজো কমিটির নাম।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ওই বৈঠকে জানান, প্রতিটি ক্লাবের পুজোয় নিজস্ব বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং থাকবে। তবে তা এতো আগে আগে কেন? অক্টোবরের প্রথম থেকে শহরে হোর্ডিং লাগানো যেতে পারে। তবে যত্রতত্র হোর্ডিং নয়। বেআইনি হোর্ডিং কলকাতা পুলিশ দ্রুত খুলে নেবে। কোন্ পুজো কমিটি কতটা এলাকা জুড়ে বিজ্ঞাপন লাগাবে তা কলকাতা পৌরসংস্থাকে জানতে হবে। তার বাইরে থাকা বিজ্ঞাপন বেআইনি হিসাবে খুলে নেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'।

কলকাতার বড়ো দুর্গাপুজোর আশপাশের বেআইনি পার্কিং নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পৌর পার্কিং দফতর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ওই পুজো বৈঠকে জানিয়েছেন, পুজোর সময় কলকাতার বড়ো দুর্গাপূজার আশেপাশে বেআইনি পার্কিং গজিয়ে ওঠে। তা বন্ধ করতে হবে।

দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট, জাজেস কোর্ট রোড, উত্তর কলকাতার চিৎপুর, রবীন্দ্র সরণিতে চিরকালের মতো ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ট্রাম লাইন গুলি মৃত্যু ফাঁদ হয়ে রয়ে গিয়েছে। এদিনের বৈঠকে মহানাগরিক পৌর সড়ক দফতরকে দ্রুত ওই রাস্তা সারানোর নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়াও কলকাতার যে যে এলাকার রাস্তা–ফুটপাথ খারাপ মহালয়ের আগেই তা সংস্কার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্গা পুজো ২০ – ২৪ অক্টোবর। তা–ই বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও মেয়র ঝুঁকি নিতে রাজি নন। এদিনের বৈঠকে কলকাতা পুলিশ, কলকাতার ১৬টি বরোর অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা, সিইএসসি, দমকল, সেচ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কেইআইআইপি'র কাজের নিয়ন্ত্রণে কেএমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তায় বর্ষার জল জমার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে নামল কলকাতা পৌরসংস্থা। ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌর এলাকা জুড়ে চলা কেইআইআইপি'র কাজের নিয়ন্ত্রণ কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেদের হাতে নিল। কলকাতার যে এলাকায় কেইআইআইপি'র কাজের জন্য রাস্তা ভাঙাচোরা এবার থেকে সে রাস্তা সাড়াবে কলকাতা পৌরসংস্থা। তবে কিছু টাকা দেবে কেইআইআইপি। বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমের একাধিক জায়গায় কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের কাজ চলছে। খারাপ রাস্তা ও দীর্ঘদিন জল জমে আছে বলে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে অভিযোগ আসছে।

এদিন ২০৬, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডের বিজনেস টাওয়ারসে কেইআইআইপি'র অফিসে বৈঠকে বসেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা পৌরপ্রতিনিধিরা। কেইআইআইপি'র কাজের জন্য ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীন। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় দীর্ঘদিন জল জমে থাকছে। এদিন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কেইআইআইপি'র কাজ খুবই দেরি করে দিচ্ছে। বিশেষ করে বেহালার দিকে মতিলাল গুপ্ত রোডের মতো একাধিক জায়গায়। ঢিমেতালে কাজ চলছে। যে ঠিকাদার কাজ করছে। তাদের কাজ করার ক্ষমতা নেই। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। তবে কেন ব্ল্যাক লিস্টের তালিকায় ঠিকাদার সংস্থাকে আনা হচ্ছে না, আমার জানা নেই। অনেকেই আবার কাজের টাকাও পেয়ে গিয়েছে। এবার ওই খারাপ কাজের দায়ভার এসে পড়বে কলকাতা পৌরসংস্থার ঘাড়ে। এদিন বৈঠকে পাস হয়েছে নয়া নিয়ম। কাজ কলকাতা পৌরসংস্থা খতিয়ে দেখবে। সব যাচাই হলে তারা দেবে 'টোকেন ওভার উইথ স্যাটিসফেকশন' সার্টিফিকেট। তা দিলে ফাইনাল বিল দিতে পারবে কেইআইআইপি। এদের কাজের ফলে কলকাতার ৩১টি রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। ১৭টি নিকাশি নালা বন্ধ রয়েছে। সারাতে টাকা দিতে হবে কেইআইআইপিকে। সংযুক্ত কলকাতার কাজের জন্য কমবেশি ২,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঠিকাদারদের একাংশ খুব খারাপ কাজ করেছে। ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ঠাকুরপুকুর বাজারের রাস্তা দীর্ঘদিন খুবই খারাপ। হাটাচলা যায় না। এবার কেইআইআইপি'র নয়া নাম হবে কেইউআরআইপি। কেইআইআইপি'র কাজে ভাঙা রাস্তা সারাবে কলকাতা পৌরসংস্থার দুর্গোৎসবের আগে।

ডেঙ্গু রোধে বাঁশের মাথায় বালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যালেরিয়া–ডেঙ্গু রোধে গত কয়েক বছরের মতো এবারও কলকাতা পৌর এলাকার ছোটো–বড়ো সমস্ত পুজো কমিটিকে চিঠি দিল কলকাতা পৌরসংস্থা। প্যান্ডেলের বাঁশের মাথায় সাদা বা লাল বালি দিতে হবে। কোনওভাবে যাতে বাঁশের মাথার গর্তে জল না জমে। কলকাতায় ছোটো–বড়ো প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাড়ার মধ্যে একাধিক এলাকায় লম্বালম্বিভাবে লাগানো প্যান্ডেলের বাঁশের মাথায় ঘনঘন বৃষ্টিতে জল যে জমেছে, তা একেবারে নিশ্চিত। সেখানে কিলবিল করছে ডেঙ্গু রোগের মশা এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভা। কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, ডেঙ্গু রোধে এবারও কলকাতার প্রতিটি পুজো কমিটিকে কড়া চিঠি দেওয়া হয়েছে। বাঁশের মাথায় যাতে বৃষ্টির জল না জমে তা নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম এলাকার ১৩ নম্বর বরোয় ১৩ সেপ্টেম্বর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়।

লেন্স বার্তা

চক্ষুদান : হাওড়া প্রসস্থ প্রতিমা তৈরির জন্য বিখ্যাত। এখানের দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি প্রতিমা দেশ বিদেশে ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। এমনি এক শিল্পালয়ে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। এই শিল্পালয়ে প্রধান দিলীপ কুমার মণ্ডলকে দেখা গেল প্রতিমা চোখে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছে তার শিল্পসত্তাকে।

তারবাজি : শহর থেকে গ্রামে সর্বত্র কেবল্ তারে ঢেকে গেছে। জীবন বাজি রেখে কেবল্ তার বেয়ে রাস্তা পারাপার করছে হনুমান। এমনই দৃশ্য দেখা গেল হাওড়া ডোমজুড়ে। **ছবি :** সঞ্জয় চক্রবর্তী

জলজীবন : বেহালা থানার কাছে, জল জমেছে ফুটপাথে, ছোটো খাটো দোকান গজিয়েছে রাস্তায়। এ যেন বেহাল দশা বেহালার। **ছবি :** অভিজিৎ কর

দুর্গোৎসবে ছুটি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অক্টোবরের ২০ – ২৪ দুর্গোৎসব। তবু ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দফতর। একমাসের অধিক সময় আগেভাগেই ছুটি বাতিল ঘোষণা করলো পৌর নিকাশি দফতর। নিকাশি দফতরের মেয়র তারক সিংহ জানিয়েছেন, দুর্গোৎসবে ডিউটিতে থাকবেন নিকাশি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকররা।

এদিকে, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি তালিকা পৌর নিকাশি দফতরকে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার কোথায় কোথায় গোড়ালি জল জমে যায়, তার বিবরণ রয়েছে সেখানে। যে তালিকায় নাম রয়েছে স্ট্র্যান্ড রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের॥ তালিকায় দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুজোয় বৃষ্টি হলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হবে সি আর অ্যাভিনিউ থেকে সৈয়দ সালে স্ট্রিটের। জল জমতে পারে হাঁটুর উপর। নিকাশি দফতরের তরফ থেকে কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারক সিংহ জানান, সমস্ত পৌর প্রতিনিধির কাছ জানতে চাওয়া হচ্ছে সব তথ্য। আচমকা যদি পুজোয় অল্প সময়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়, সেজন্য তৈরি রাখা হবে অস্থায়ী পাম্প। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী যে যে দুর্গা মন্ডপের উদ্বোধনে যাবেন, সেই সব পুজোর এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিকাশির কাজ করা হচ্ছে।

এখানে ওখানে

শত দুর্যোগে অটুট ইংরেজ আমলের এঙ্গাস ডাকঘর

একের পর এক প্রলয় হলেও টলাতে পারেনি গৌরহাটি এঙ্গাসের এই ডাকঘরকে। দীর্ঘ শতাব্দী ধরে একাধিক ঘূর্ণিঝড়, ফি বছরের দুর্যোগ প্লাবনকে সহ্য করেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুন সুরকির দেওয়াল ঘেরা পোস্ট অফিস, প্রকৃতির একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি চুন–সুরকি যুক্ত ছাদের ছাউনি দেওয়া এই ঘরটিকে। প্রতি বর্ষায় একইভাবে বহাল তবিয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ডাকঘরটি। এই নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। লোকমুখেও এই সাব পোস্ট অফিস নিয়ে নানা কথা প্রচলিত।

ভদ্রেশ্বরের এঙ্গাস সাব পোস্ট অফিসটি ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত। সামনেই এঙ্গাস জুট মিল থাকার দরুন মিলে কাজ করা বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত অবাঙালি জুট মিলের শ্রমিকরা যাতে মনি অর্ডার করে দেশে টাকা পয়সা এবং চিঠিপত্র পাঠাতে পারে তার জন্যই মূলত স্থাপিত হয় এই পোস্ট অফিসটি। স্থানীয় মহলে এটি পোস্ট অফিস হলেও আসলে এটি একটি শাখা পোস্ট অফিস। তবে সব ধরনের কাজই হয় এখানে। গত ছ'দশকে কম দুর্যোগ হয়নি। আয়লা, ফনি, বুলবুল, আমফান এবং সর্বশেষ যশ– তারও আগে বিভিন্ন নামের ঘূর্ণিঝড় এর উপর দিয়ে গিয়েছে। সেই লন্ডভন্ডের মধ্যেও যেন পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে শাখা পোস্ট অফিসটি। বর্তমানে পোস্ট মাস্টার হিসাবে এখানে রয়েছেন হাফিজুর রহমন। তিনি বলেন, প্রচণ্ড ঝড়–জল হয়েছে। জল চারিদিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ডাকঘর ভেঙে পড়েনি। তবে কিছু জায়গায় সামান্য ফাটল ধরেছিল। তা মেরামত করা হয়েছে। এখানে ছয় জন স্থায়ী ও দুইজন অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন। এই এঙ্গাস পোস্ট অফিসের উপর নির্ভরশীল এঙ্গাস জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারিরা ও চাঁপদানি পৌরসভার পশ্চিমদিকে ১০, ২১, ২২ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। প্রায় ৫০ হাজার লোকের চিঠিপত্র, নিয়মিত টাকা জমা, তোলা ও অন্য রাজ্যে মনি অর্ডার করে পাঠানো হয় বলে জানালেন পোস্টম্যান শংকর চক্রবর্তী।

তাক লাগানো নোটবুক, ৪ হাজার ক্ষুদ্র গীতা লিখেছেন 'মাইক্রোম্যান' মুকুল

৫০ বছর ধরে এই বিন্দুতেই সিন্ধুকে ধরে আক্ষরিক অর্থে গীতা লিখে চলেছেন ইছাপুরের মুকুল দে। আপন খেয়ালেই 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'র শ্লোক নিয়ে ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্র গীতা তৈরির কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এই 'মাইক্রোম্যান'। তাঁর একমাত্র মেয়ে সঞ্চিতা সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন তার বই বাঁধাতে গিয়ে কোন এক সময়ে সূক্ষতার নেশা পেয়ে বসেছিল তাঁকে। সেই নেশাতেই আচ্ছন্ন প্রৌঢ় এই বিশেষ ধরনের শিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। গীতাকে অনু, পরমাণু আকারে প্রকাশ করার নেশায় মেতে ওঠেন। শিল্পী ওই নোটবুক দিয়েই তৈরি করেছেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, অ্যানাকোন্ডা, জুরাসিক পার্কসহ অন্যান্য জিনিস। মুকুলবাবুর হাতের স্পর্শে সহজে বোঝা যায় না শিল্প নিদর্শনগুলি শুধুমাত্র নোটবুক দিয়েই তৈরি। ১৯৯৩ সালে মুকুলবাবুর কীর্তি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। দেশি সরষে দানার মধ্যে ৬টি নোটবুক লাগান, প্রত্যেকটিতে ৪০টি করে পাতা রয়েছে। ২৪০ পাতা সমৃদ্ধ রেকর্ড করে আবার নিজেই রেকর্ড ভেঙে সংখ্যাটা ৩০–এ নিয়ে যান। ইছাপুর নবাবগঞ্জের কণ্ঠাধার এলাকায় যুগিপাড়ায় মুকুলবাবুর বাড়ি। তাঁর বাড়ির দরজায় নাম জ্বলজ্বল করছে। পুরনো তিনতলা বাড়িতে সপরিবারে তিনি থাকেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে মেয়ের পড়ার বই বাঁধাতে গিয়ে গীতাকেই মাইক্রো করার পরিকল্পনা নেন।

তিনি কর্মসূত্রে ইচ্ছাপুর গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির টুল রুম ডিপার্টমেন্টের কর্মী ছিলেন। ২০০৫ সালে রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফ্যাক্টরির সহকর্মীরা তাঁকে উচ্চ পর্যায়ের কর্তাদের কাছে কাছে নিয়ে যান এবং তিনি প্রশংসিত হন। ৯৪ সালে মুকুলবাবু অসামান্য কীর্তির জন্য তাঁর নাম লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে নাম লিপিবদ্ধ হয়। মুকুলবাবুর সংগ্রহে রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় চার হাজার মাইক্রো গীতা। প্রতি গীতায় ১৮টি শ্লোক লেখা। উল্লেখ্য, জেনারেল নলেজ বইতে মুকুলবাবুর কীর্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সারা বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া বা গুগলে 'মাইক্রোম্যান' মুকুল বলে পরিচিত রয়েছেন। সেখানে তাঁর সব তথ্য জানা যাবে। প্রথমদিকে আপন খেয়ালে নোটবুক তৈরি করতেন। পরিচিতদের কাছে প্রশংসা পেতেন। এরপর থেকেই নেশার মতো পেয়ে বসে। ছোটো আরও ছোটো নোট বুক তৈরি করার নেশা। ৯০ মিলিমিটার আয়তনের নোটবুক তৈরি দিয়ে শুরু। মুকুলববুর তৈরি করা সব থেকে ছোট নোট বুকটির আয়তন ০.৩ মিলিমিটার। সেই সময় শিল্পের সাধনায় খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দিল্লির প্রগতি ময়দান, দেরাদুন, কানপুর, মুম্বাই, চেন্নাই, শান্তিনিকেতন প্রমুখ জায়গায় প্রদর্শনী দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। এখন মুকুলবাবুর সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে এখন দিল্লির নয়ডাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসালটেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড় পদে চাকরি করছেন। বর্তমানে মুকুল বাবুর বয়স ৮০ বছর। চোখে দেখতে সামান্য অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

প্রত্যেকটি বাংলায় অতি ক্ষুদ্র ছাপার অক্ষরে যা চোখের সামনে আতস কাঁচ নিয়ে তবেই পড়া যাবে। প্রতিটি বইয়ের পৃষ্ঠা ৯৫টি। প্রতিটি বই বাঁধানো। মুকুল দে'র বানানো মাইক্রো গীতা প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে উপহার দেন।

তিনি বলেন, যতদিন বাঁচব মাইক্রো গীতা বানিয়ে যাব। এটা আমার নেশা, আমার আর কোন নেশা নেই। তাঁর স্ত্রী দীপা ও এক পুত্র হিমাদ্রি শেখর দে সবসময় তাঁকে উৎসাহ দেন। বাড়ির সকলে যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন তিনি দোতলার একটি ঘরে গভীর রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে আরও উন্নত শিল্প সাধনায় মগ্ন। মুকুলবাবুর এই কাজে সহযোগী থাকেন বন্ধু লক্ষ্মণ ঘোষ। লক্ষ্মণবাবু বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সকল শিল্পীদের বিভিন্ন ভূষণে সম্মানিত করছেন। মুকুলকে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের বঙ্গরত্ন বঙ্গভূষণে, পদ্মভূষণ দেওয়া উচিত। সরকার শুধু তেলা মাথায় তেল দিয়ে যায়। তারা এই শিল্পীর কঠিন কর্মকাণ্ডকে মর্যাদা দিল না। সুতরাং মুকুলবাবুর মনের গভীরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও আফশোস। এই কারণে বুকের ভিতর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে জীবনের শেষ দিনগুলিতে। কাজের নেশাতেই ভুলে থাকেন সরকারি অবহেলাকে।

তথ্য ও ছবি : মলয় সুর

মাঙ্গলিকী

ম্যানগ্রোভের সপ্তম বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার

সুন্দরবনের শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে গত ২৯ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ গ্যালারিতে এক অসাধারণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। সুন্দরবনাঞ্চলের শিল্পী ও ভাস্করদের সংগঠন 'ম্যানগ্রোভ'।

২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মশালা ও চিত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষিত করার বার্তা দিয়ে চলেছে এই সংস্থা। প্রান্তিক শিল্পচেতনা এবং জীবনবোধের চর্চাকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহের দ্বারা উন্মুখ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এখানকার শিল্পীরা। এই প্রদর্শনীর ১৯ জন শিল্পী কোন না কোন ভাবে সুন্দরবনের জন জীবনের সাথে সম্পর্কিত। প্রদর্শনীতে মোট ৫৯ টি ছবি ও ৩ টি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে। সুন্দরবনের মানুষের গ্রামীণ লড়াকু জীবনচিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ এসব কিছু ফুটে উঠেছে শিল্পীদের তুলির ছোঁয়ায়। শিল্পী বৈদ্যনাথ বলদেব, স্বপন কুমার মণ্ডল, শঙ্কর হালদার, বিশ্বজিৎ পারুই, রাণা সমাদ্দার, সুশান্ত বড়াল, দেবাশিস হালদার, মণি মোহন হালদার প্রমুখের আঁকা ছবিগুলি ছিল বিশেষ নজরকাড়া। শিল্পী শঙ্কর হালদার একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, "প্রথাগত শিক্ষার বাইরে থেকেও সুন্দরবনের গ্রামেগঞ্জে এমন বেশ কিছু শিল্পী ছবি আঁকেন যাদের ছবি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি আঁকার সাথে সাথে সুন্দরবনের বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথেও এই সংস্থা বিশেষভাবে জড়িত।" এই প্রদর্শনী তে ছবি কেনারও সুযোগ ছিল দর্শকদের। কলকাতার মধ্যে সুন্দরবনের শিল্পীদের এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

প্রাক্তনীর আগমনী সন্ধ্যা

শ্রেয়সী ঘোষ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর সভ্যসভ্যারা প্রত্যেক মাসে একবার মিলিত হন আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে। চলতি মাসেও ১২ তারিখ দুপুরে তাঁরা মিলিত হলেন। স্বাগত ভাষণ দিলেন প্রাক্তনীর বর্তমান সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার। গিরিশচন্দ্রের আগমনী নাটকের গান গেয়ে শোনালেন সংস্থার সম্পাদক ও সঞ্চালক ড. শঙ্কর ঘোষ। ভাষণ দিলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। গান শোনালেন অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহ-সম্পাদক স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দজী। তাঁর বক্তব্যে সবাই মুগ্ধ হলেন।

বর্ষা শেষে দুগ্গা আসে

অশোক সেন : বোলপুর পৌরসভার সহযোগিতায় গত ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার বোলপুর শান্তিনিকেতনে পৌরসভার উৎসর্গ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক ঝাঁক নৃত্য ও আবৃত্তি সংস্থার যৌথ প্রয়াসে বর্ষা ও আগমণির মেল বন্ধনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান 'বর্ষা শেষে দুগ্গা আসে'। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নৃত্যদল নটরাজ, বন্দনা, নৃত্যসাধনা, ছন্দিকা, নৃত্যাঙ্গন (২)। ঝুমুর, লহরা ডিএল, রিমিক্স, নৃত্যাঙ্গন (২)।

এছাড়াও ছিল আবৃত্তি দল কথাবাচিক, ঐকান্তিকা ও বাত্ময়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক ঠাসা শান্তিনিকেতনের এই অডিটোরিয়াম সাক্ষী থাকল এক অনন্য সন্ধ্যার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাচিক শিল্পী রজীব চন্দ্র।

বার্ষিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় পাইক পাড়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে 'সঙ্গীত সুধা মিউজিক আকাদেমির' উদ্যোগে অষ্টাদশ বার্ষিক মিলনোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রধান অতিথি তাপস চৌধুরী। প্রাণবন্ত পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষিকা, সংস্থার অধ্যক্ষা ও প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী শ্রাবন্তী ব্যানার্জী। সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কর্মাধ্যক্ষ অরিজিৎ ব্যানার্জী। সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন বেতার শিল্পী শ্রাবন্তী ব্যানার্জী ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রতিভাবান শিল্পী সাগ্নিক ব্যানার্জী।

এছাড়াও গান গেয়ে মোহিত করেন ডা. মৌসুমী মুখার্জী, অনুরাধা, মেঘনা, গিরিকা, সৃজিতা, অঞ্জু, কৌস্তভ, তিয়াশা, মৌপর্ণা, স্বপ্নিল, পর্ণশ্রী, রূপমঞ্জরী, শুভ্রনীল, সায়ন, মিধাত, নীলাঞ্জনা, আর্শিয়া, চিত্রা, অরিত্র, ঐশি, সৃজয়ী, শর্মিষ্ঠা (১), মুনমুন, আবিরা, শর্মিষ্ঠা (২), তনুশ্রী প্রমুখ। নৃত্যে ছিলেন সঞ্চিতা ব্যানার্জী ঘোষ ও অহেঞ্জিতা ঘোষ। কবিতা পাঠে আলপনা মণ্ডল। সাথে গীটার তবলা, সিন্থেসাইজার ও পার্কাসন বাজান ডা. বিশ্ব প্রকাশ, অর্ঘ বসু, সমীর দাস, দেবাশিস বসু, শৈলেন রায় ও অভিজিৎ ব্যানার্জী। শেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

'সেই তো তোমার আলো'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় মুক্তঅঙ্গনে অনুষ্ঠিত বুদ্ধদেব বসু বিরচিত 'সংক্রান্তি' নাটকটি রাজা ফ্যায়জ আলমের সম্পাদনা ও নির্দেশনায় মহাভারতকে নতুনভাবে আধুনিক দৃষ্টিকোণে দেখার সুযোগ করে দেয়। কোরাসের হাত বিভিন্ন ক্যানভাসও 'এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা' প্রযোজনাকে নতুন মাত্রা প্রদান করে।

গান্ধারী চরিত্রে হুমেরাবেগম, ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে শামিম আকতারের অভিনয় বিশেষণের মাত্রা ছড়িয়ে গেছে।

নির্দেশক জানান, 'ড্রামাথেরাপি' প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতাকে কাটিয়ে ওঠাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া ভারতবর্ষের বুকে প্রথম দৃষ্টিহীনদের জন্য নাট্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মূলমন্ত্র।

'বড়িশা নিউ ভিস্তাসের' প্রযোজনায় দৃষ্টিহীন কুশীলবদের অভিনয় 'সেই তো তোমার আলো' সত্যরূপে প্রদান করে সকল দর্শকের মন জয় করেছে।

দুর্গা নিয়ে প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বাংলার লোকশিল্পে দুর্গা' শিরোনামে ছবি ও ঘর আর্ট গ্যালারী তে এক অনবদ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। গত ১ লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মুনমুন সেন, মানসী রায় চৌধুরী, অলকানন্দা রায়, পরিচালক সুদেষ্ণা রায় প্রমুখ। এই সমগ্র প্রদর্শনীটি নির্মাণ করেছেন শিল্পী বিধান বিশ্বাস। এই প্রদর্শনীর কয়েকটি কক্ষ জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে সরা চিত্রে দুর্গা, পটের দুর্গা, মুখোশে দুর্গা, দুর্গাপূজার আলপনা, সের পাই প্রভৃতি। দক্ষিণ দিনাজপুরের শোলার শিল্পকর্ম, মেদনীপুরের বেণিপুতুল, বাঁকুড়ার পটের দুর্গা, পূর্ব বর্ধমানের কাঠের দুর্গা, মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্পের দুর্গা, নদীয়া-উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সরা পটের দুর্গা, কৃষ্ণনগরের চালচিত্র, দিনাজপুরের চণ্ডীমুখা প্রভৃতি উপাদানে সেজে উঠেছিল এই প্রদর্শনী। ছবি ও ঘর আর্ট গ্যালারীর কর্ণধার অঙ্কিতা রায় একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, "এক বছর দুই মাসের পথ চলা শুরু হয়েছে আমাদের এই গ্যালারীর। সধারনত ভাড়ায় না দিলেও স্থানীয় লোক শিল্পের প্রসারের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এমন ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করে চলেছি আমরা।" দুর্গা পূজার আগে শহরের বুকে এমন চমকপ্রদ এক প্রদর্শনী দেখতে পেয়ে সাধারণ দর্শকরা বিশেষ খুশি। গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার অনন্য নজির হয়ে রইল এই প্রদর্শনী।

মাঙ্গলিকীর উদ্যোগে মাসিক সাহিত্য আসরের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পরিচালন সমিতির এক বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সমিতির মাঙ্গলিকী বিভাগের কাজকর্ম ও জনসংযোগ আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তথা কলকাতার উপকণ্ঠ অঞ্চলে আঞ্চলিক সাহিত্য-প্রেমী মানুষজনকে একত্রিত করার জন্য নিয়মিত প্রতি মাসে একটি সাহিত্য আসরের আয়োজন করা হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবার বিকালে বসবে এই আসর। কবিতা-পাঠ, সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে কবিদের পারস্পরিক পরিচিতি বৃদ্ধি, নিজ নিজ রচনায় আরও উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রেরণা জোগাবে এই ধরণের সাহিত্য আড্ডা। এলাকার সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করবে মাঙ্গলিকী।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঙ্গলিকীর প্রথম মাসিক সাহিত্য আড্ডা বসেছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম রবিবার (৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩) আলিপুর বার্তা কলকাতা অফিসের লাগোয়া হিন্দ সঙ্ঘ গৃহে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্বাগত জানান এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মাঙ্গলিকীর এমন প্রয়াসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। হাজির ছিলেন মাঙ্গলিকীর বিভাগীয় সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল, আলিপুর বার্তার তরফে প্রিয়ম গুহ। গানে কবিতায় ও উপস্থিত অতিথিদের আন্তরিকতায় এদিনের সান্ধ্য আসরটি প্রাণবন্ত ও জমজমাট হয়ে ওঠে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আশুতোষ ব্যানার্জী। কবিতা পর্বে ছিলেন অণিমা বিশ্বাস, বিশ্বনাথ অধিকারী, শেফালী সরকার, প্রবীর কুমার দে প্রমুখ। গান পরিবেশন করলেন শ্যামল বিশ্বাস, বিশ্বনাথ অধিকারী ও সমর দে। প্রথম বসা আসরের নিরিখে হয়তো উপস্থিতির হার কমই ছিল, কিন্তু এই মহতী সাহিত্য প্রয়াসের সূচনার বিশেষ সন্ধ্যাটির উপভোগ্যতা আগামী দিনে আরও অনেক কবিতা-প্রেমী মানুষকে আকর্ষণ করবেই। প্রাথমিকভাবে পরবর্তী অক্টোবর মাসের সভা (প্রথম রবিবার ১-১০-২৩) বাওয়ালীতে আয়োজিত হবে বলে ঘোষণা করা হল। স্থান নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হবে আলিপুর বার্তার আগামী সংখ্যাগুলিতে।

কবিতা

সুখের ঘর
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন করে রাখলে পরে হইবে সুখের ঘর
পর হবে না কোন মানুষ উঠবে নাকো ঝড়।
বাসলে ভালো সব মানুষের পাবে সে আদর
ভক্তি করে ডাকো প্রভুর চাইলে পাবে বর
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে জুড়াবে অন্তর
ভালোবেসে রাখলে ঠাকুর মন্দির হয় ঘর।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

পথিক
বিক্রমজিত ঘোষ

এই বিশাল পৃথিবীতে
আমরা সকলে একই পথের পথিক নই
কেউ কেউ পথহারা শ্রমিক হয়ে যাই।
পার্থিব এই রাস্তায় অনেকেই
জীবনপথে ঠিকমতো চলতে পারে না–
পথে পড়ে থাকা কিছু পাথর
তাদেরকে বাধা দেয় এগোতে।
কেউ বা মসৃণ পথে চলতে চলতে
হাজির হয়ে যায় তার গন্তব্যস্থলে।
যাদের পথ কঠিন আর অমসৃণ
রাস্তায় তারা টাল সামলাতে না পেরে
মাঝপথ থেকেই সরে যায়–
তাদের গন্তব্যস্থলে তারা পৌঁছাতে পারে না।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

সুষ্ঠু জীবন
বিশ্বনাথ অধিকারী

যখন এসে দাঁড়াই আমি তোমার পরিসরে,
অনুভবে এটাই আসে, উঠল ফোঁড়া পৃষ্ঠ দেশে
থাকবো এখানে যতক্ষণ, মরব ব্যথায় ততক্ষণ
কেউ দেবে না হাত বুলিয়ে আমার পিঠের পরে।
কেন যেন মনে হয়, (এটা) নিষ্ঠুর বধ্যভূমি,
উৎকর্ষতায় প্রশংসায় নেই, ভুল স্বীকারে মার্জনা নেই
দক্ষতার স্বীকৃতি নেই, পদ দিয়ে তার মূল্য নেই,
শুধু আমি আমি আমি, বলে যাচ্ছ তুমি।
নির্বাক ঐ তরুটাও, জানে কাজের মানে,
শাখাকে বলে ফুল ফোটাও, মূলকে বলে জল পাঠাও,
কাণ্ড তুমি শ্বাস ফেলো,
সবার প্রয়াসে সুষ্ঠ জীবন, এটাই সে জানে,
সবার কিন্তু বোঝা উচিত, এই বাণীটার মানে।
(গড়ফা, কলকাতা)

এমন কেন
জয়দেব দাস

পূজা এলে সবার মনে শুধুই ঝরে
সবাই তখন সুঃখ ভুলে নতুন পোশাক পরে
খাওয়া ঘোরায় মজায় মজায় দিন কেটে যায় বেশ,
ঢাকের তালে মনটা দোলে সে এক খুশির দেশ।
সবাই তখন সেজে উঠি, মণ্ডপেতে আসি,
সবার মুখেই চেয়ে দেখি আনন্দের এক হাসি।
চোখ পড়ে যেই ঢাকির দিকে চমকে ওঠে বুক
ছোঁড়া জামায় তুলছে সে তাল, তবু হাসি মুখ
এমন কেন তফাত মাগো, দাও বলে দাও তুমি,
একই পুজোয় পৃথক কেন বসুন্ধরার ভূমি!
পূজা যদি সবার মাগো, এমন কেন তবে,
বলতে পারো কবে মাগো সবার পুজো হবে!
(দত্তপুকুর, উঃ২৪ পরগণা)

ছৌ নাচ
নিরঞ্জন কুণ্ডু

গম্ভীর সিংহ মুড়া – কিংবদন্তী সে নাম
জন্ম মামাবাড়ীতে, চরিদা তব ধাম।
ছৌ নাচে খ্যাতি তাঁর, পেয়েছেন পদ্মশ্রী,
এই নৃত্যে রয়েছে প্রায় ৪৫ মুদ্রাশ্রী
বাদ্যযন্ত্র ধামসা, ঢোল, বাঁশি, সানাই
নাচে প্রধান অঙ্গ নানান মুখোশ-ই
নকল পশু-পাখী চলন ও চাহনি
বিদেশে নিয়ে যান মহিলা সাঁলতিনি।
সমাদৃত হয়েছে বিশ্বে এই ছৌ নাচ
অমর হোক শিল্পী এবং নৃত্যের ছাঁচ।
(বরগোদা, পূর্ব মেদিনীপুর)

অনন্ত পথ
গোলাম মর্তুজা

জন্মের পর হাঁটি হাঁটি পা পা দিয়ে
জীবনের পথ চলা শুরু
তারপর দৌড়ঝাঁপ হল অনেক দূর।
জীবন মদীতে ঢেউয়ের দোলায়
ভাসতে ভাসতে চলে এসেছি বহুদূর।
ছিয়াত্তরের শেষ লহ্নে এসে মনে হচ্ছে
কত দূর, আর কত দূর?
পথের চারিদিকে কত অন্ধকার
মৃত্যুর হাতছানি শুনি বারবার
তবুও জীবনের চাকা ঘুরছে অনিবার

শীত বর্ষা বসন্ত অনায়াসে করেছে পার
অন্ধকার হয়ত ফুরাবে একদিন
কিন্তু পথ ফুরাবে কি?
সেতো থেকে যাবে আগামী পথিকের
পথ চলার জন্য, অনন্তকাল।
(বোলপুর, বীরভূম)

বন দোলা
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

শালের বনে শুধু হাওয়ার দোলা,
উঠছে ভেসে ছবি
বসন্তেরই নতুন সুরে তোলা,
সে গান গাইছে রে কোন কবি?
সজনে ফুলের ঝর্ণা ঝরা, পড়ল ঢাকা সবুজ ধরা
পলাশ হল লজ্জা-রাঙা, উঠল হেসে রবি!
রক্ত রাঙা মেঠো সকাল, কৃষ্ণচূড়ার তালে
ছন্দে ছন্দে নাচে তূরের বিলে-খালে।
গোঠে ফিরে ডাকছে ধেনু, রাঙলো বুঝি সবই!
(লাভপুর, বীরভূম)

আত্মসমর্পণ
মিলি দাস

নিভৃত বনবীথিতে নির্লজ্জ বৃষ্টি দিয়ে
পদ্মরাগ এঁকে দেবো তোমার বিশ্বাসী বিজ্ঞাপনের পাতায়,
অবয়ব ভেসে যাবে আটপৌরে সভ্যতার সুড়ঙ্গ পথে,
দিগ্বিজয়ী মেঘ খুঁজে পাবে জ্যোতস্নার কাতরতা
সমস্ত পরিকল্পনা ভুলে
অনুসঙ্গে মিশে যাবে কলঙ্কিত মুখ,
ঠিক তখনই শান্তির পতাকা নিয়ে
অস্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে
প্রদর্শনী করে যাবো মরীচিকার নীলাভ বাগানে।
আত্মরক্ষার মহাযজ্ঞে দেখবো ভীরুতা
কিভাবে ভিন্নমুখী স্রোতে
ভিড় করে আছে আত্মসমর্পণের কাছে
(দমদম, কলকাতা)

রাজপথ
ইলা দাস

নোনা গন্ধে কঙ্কালেরা খেলা করে স্বপ্ন সৈকতে ...
কথামালায় সুচারু পরিপাটি।
ঘামে ভেজা শরীর,
চুরি গেছে যা কিছু সব।
নদীর বিজন চালচিত্রময় অমল বাতাস
ছুঁয়ে গেছে জরাজীর্ণ শরীর।
নির্জন রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ি চলো
ভোরের সূর্য ওঠার আগে,
সত্য নিষ্ঠা হবে সাথী।
পড়ে থাক উচ্ছিষ্ঠ যত, চুরি যাক যা কিছু সব ...
শ্রমিকের রক্ত ঘামে ভেজা রাজপথ, ভিজুক এবার!
(পাটুলি, কলকাতা)

বাঁচতে চাই
নীহার রঞ্জন হালদার

চেনা পথ চেনা মানুষ,
তবু রাতের অন্ধকারের পরে
দিনের আলোতে অচেনা হয়ে ওঠে।
পরিচিত মুখ খাম-বন্দী হয় আপন ইচ্ছায়।
মুখরিত প্রাণ সুচতুর ভাবে বোবা সাজে।
প্রবাহমান নদী খুঁজে ফেরে তার গতিহীন ছন্দ।
কোজাগরীর চাঁদ, হারিয়ে যায় অমাবস্যায়।
সর্বদা মেখে চলি স্বার্থের অগুরু চন্দন
অমরত্বের লোভে অজান্তে পান করি হলাহল
সর্বহারার দল কাঁদে আর বলে,
বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।
(রাজনগর, দঃ২৪ পরগণা)

মা নিষাদ
অরুণ কুমার মান্না

সাদা শরীরে লেপটে বাংলা অক্ষর
প্রান্তিক দৃশ্যপট সবটুকু ওর।
নিন্দুকেরা যা ইচ্ছে বলুক
মন শুধু মনের মতই চলুক–
তীব্র রমণ, ডিম পাড়ুক, তা' দিক
নির্ভয়ে বাঁচার অধিকার শিখে নিক।
গর্ভ ফেটে মহাস্রোতে মন্দাকিনী
মা নিষাদ' তোমার কাছে ঋণী!
(বিনগ্রাম, হুগলী)

বদলে গেছে কাল
রতন নস্কর

স্বার্থপরে ভরে গেছে দুনিয়াটা আজ,
পরের কথা কেউ ভাবে না
গুছোয় নিজের কাজ।
মুখ-মুখোশের চলছে লড়াই
ভালো মানুষ কই
সুযোগ পেলে কাছে তুলে
ঠিক কেড়ে নেয় মই।
জমানাটা পাল্টে গেছে
বদলে গেছে কাল
সবাই এখন আখের গুছোয়
দেশের করুণ হাল!
দেশের কথা ক'জন ভাবে
দেখে নিজের দিক
আমার কাছে বেঠিক যেটা
ওদের কাছে ঠিক।
আমরা মানুষ হারিয়ে হুঁশ
ভাবছি আছি বেশ
খুঁড়ছি কবর দেশের দশের
করছি সবার শেষ।
(সরিষা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

ডাক বাক্স
নির্মল কুমার প্রধান

আকণ্ঠ তৃষ্ণায় চেয়ে আছে বাক্সটা
বুভুক্ষু অন্তর মন জুড়ে বিষন্নতা
খোলা আকাশের চোখে চোখ
বড় দুর্দিনের বোঝা তার কাঁধে – কে বোঝে?
ডাকপিয়ন আসে, চলে যায়
বুকের দেরাজে কিছু না পেয়ে বীতশ্রদ্ধ,
যেন অন্তঃসারশূন্য কঙ্কাল দেহটা
দেওয়ালের পোস্টারের মত বেখেয়ালের বস্তু।
সময় বড় বেপরোয়া, কঠিন কঠোর–
ভুলে গেছে চিঠিপত্রের যোগান দেবার কথা
প্রযুক্তি পাগল মানুষগুলো এখন
গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে বেড়াবার স্বপ্নে মশগুল,
কি আসে যায় ক্ষয়িষ্ণু সাবেকিয়ানায়?
শুধু শূন্যতা বুকে নিয়ে কাঁদে ডাক বাক্সটা।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা)

বিরাম
অণিমা বিশ্বাস

উদাসীন মনে ভাল লাগে
হঠাৎ বিরাম নিতে
এই শহর থেকে দূরে
দূর, বহু দূরের কোন নির্জনে ..
প্রকৃতির কোলের ভিতরে!
গোধূলির মদীরা ভরা বিকেলে
রক্তা-রক্তিম সূর্যের সীমায়
স্বর্ণালী আলো নিভিয়ে দিয়ে
সন্ধ্যা নামে নিঃশব্দ পায়ে
নেমে আসে কালো, একাকার সব
বড় গাড় মন্ত্র-যানে
থিকথিকে আঁধার নিবিড়
মনের অন্ধকারেও যায় মিশে
একাকার হই আমিও
বড় ভালো লাগে,
অন্ধকার সেও আলোময়।
(টালিগঞ্জ, কলকাতা-৪০)

অপেক্ষা থাকে
অর্চনা ঘোষ

অন্ধকার ঘন হলেও মন দৃশ্যমানতা হারায় না
কিছুমাত্র হেরফের হয় না তার চলনে
যতবার সমরাস্ত্র গুছিয়ে মুখোমুখি হতে চেয়েছি
সেইসব বিরুদ্ধ বাতাসের
কোথাও না কোথাও জমে উঠেছে পিছুটান
বোবা এক সাবধানতা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে সবটাই
নিরুপায় ফিরে যাই
আর রঙচটা তোরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে ঘুমোয় ওরা
কিছুটা ফিসফাস কাদাজল ভেঙে তখনো চঞ্চল
ওদের হাত ধরে বসাই অন্তরঙ্গ ঝিনুকের মধ্যে
স্বপ্ন দেখাই, একদিন মুক্তো হয়ে ফুটে উঠবে এই জন্ম
(গণেশনগর, নামখানা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

সারস্বত ও দক্ষিণী সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ আগস্ট ২০২৩ ঠাকুরপুকুর মনোরমা ভিলাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হল দক্ষিণী সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সারস্বত সম্মাননা ২০২৩ এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লোক শিল্প বিশেষজ্ঞ ড. দীপক বরপণ্ডা, সংস্থার দুই সহ-সভাপতি ড. বিজন মণ্ডল ও অবিনাশ গাইন উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরপুকুর বেহালার সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি জগতের নক্ষত্ররা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করেন। লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ড: দীপক বরপণ্ডাকে দক্ষিণী স্মারক সম্মান জানানো হয়। তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন অধ্যাপক ডক্টর পার্থ চক্রবর্তী। তাঁর প্রতিভাষণে ড. বরপণ্ডা দক্ষিণীর কাজের প্রশংসা করে কিভাবে তিনি আমলাশোল এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার শব্দ চিত্র অঙ্কন করেন।

স্মারক বক্তৃতায় উপন্যাসগুলির উল্লেখ করে আধুনিক উপন্যাসে লোকজীবন অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তার সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ মতামত জানান। উভয় বক্তার পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগর্ভ ভাষণে উপস্থিত শ্রোতারা পরিতৃপ্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্পাদক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্বপন মুখোপাধ্যায় পূর্বাপর সম্মাননা ও স্মারক বক্তৃতার বিবরণ দিয়ে দক্ষিণীর মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সুতপা আচার্য এবং তরুণ বসুর গানে অনুষ্ঠানস্থল ভরে ওঠে। সকলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অসিত ঘোষ।

আঁতস কাঁচে

কন্যাশ্রী কাপ শুরু

আগামী ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা মহিলা ফুটবল লিগের 'কন্যাশ্রী' কাপের খেলা। ১৬ টি দল নিয়ে কন্যাশ্রী কাপের আপার ডিভিশনের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার আইএফএ অফিসে ওমেনস কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণকারী দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সভায় ওমেন্স কমিটির সদস্য, ক্লাব প্রতিনিধিরা ছাড়াও আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, শুভাশিস সরকার, রাকেশ ঝাঁ ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

একমাত্র সুনীল

এশিয়ান গেমসের জন্য দল ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১৭ জনের দলে একমাত্র সিনিয়র ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল না সন্দেশ ঝিঙ্গন এবং গুরপ্রীত সিং সান্ধুকেও। এশিয়াডে মূলত জুনিয়র দলই পাঠানো হচ্ছে। পরে প্রাথমিকভাবে ঘোষিত দলের সঙ্গে দীপক ট্যাংরিকে জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এশিয়ান গেমসে মোট ১৮ জনের দল পাঠাচ্ছে ভারত।

আশিকের চোট

কিংস কাপে হাঁটুতে চোট পান বাগানের উইঙ্গার আশিক কুরুনিয়ান। জাতীয় দলের মেডিক্যাল ইউনিট স্ক্যান না করেই হালকা চোট বলে ছেড়ে দেন। কলকাতায় ফিরে বেশ কয়েকদিন অনুশীলন করার পর জানা যায় আশিকের চোট গুরুতর। এসিএলে চোট রয়েছে। যা সারতে সময় লাগবে। এতেই চটে যান ফেরান্দো। এরপরই ফেডারেশনের দায়সারা মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। ফেরান্দো বলেন, 'এই মুহূর্তে আশিকের বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। ডাক্তাররা বলতে পারবে। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে ও চোট পেয়েছে। ফেডারেশন আমাদের আশিকের চোটের বিষয়ে কিছুই জানায়নি। শুধু বলা হয়েছিল, হালকা চোট পেয়েছে। জাতীয় দলের মেডিক্যাল টিমের কোনও হেলদোল নেই।'

জ্যোতিষ চর্চা

বড়সড় বিতর্কের মুখে ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। গত বছর এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিল ভারতীয় দল। এই তিন ম্যাচ ছাড়াও জর্ডনের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ওই চার ম্যাচের জন্য প্রথম একাদশ বাছতে এক জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলেন স্টিমাচ। এই নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। তবে এই ইস্যুতে ভারতীয় কোচের পাশেই দাঁড়ালেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। বাইচুং জানান, এটা নতুন নয়। বিশ্ব ফুটবলেও এই জিনিস হয়। ব্রাজিলের কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারি এই ধরনের জিনিস অনেকবার করেছেন। স্কোলারি দল তৈরি করতেন জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করে।'

ইস্টবেঙ্গল জার্সি

আইএসএলের দশম বর্ষে ভালো পারফরম্যান্স করাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের। এবার লাল হলুদ সমর্থকদের জন্য নয়া হোম কিট সামনে নিয়ে আসা হল ক্লাবের তরফে। ক্লেটন সিলভার এদিন ইস্টবেঙ্গলের নতুন জার্সি পরে একটি ছবি ক্লাবের তরফে প্রকাশ করা হয়। জার্সির গায়ে দুই পাশে একদিকে হলুদ ও অপরদিকে লাল রং রয়েছে। জার্সির পিছনেও একই ধরনের ডিজাইন রাখা হয়েছে। প্যান্টের রং চিরাচরিত কালো রাখা হয়েছে। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, এই রংটাই আমাদের একসঙ্গে নিয়ে আসে, এই আগুনটা আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।'

পুজোর আগেই অ্যাস্টোটার্ফ সরিয়ে ঘাস বসবে বারাসত স্টেডিয়ামে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক সময় আই লিগ থেকে শুরু করে শিল্ড, সব খেলারই আয়োজন হত বারাসত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে। দু'দলের খেলায় উত্তেজনার পারদ চড়তো এই স্টেডিয়ামে। ভরে উঠত গ্যালারি। পরবর্তীতে এই মাঠই হয়ে ওঠে ফুটবলারদের ত্রাসের কারণ। খেলতে গিয়ে চোট পান খেলোয়াড়রা। তারপরই কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানালে খেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই থেকে অবহেলায় পড়ে রয়েছে জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে লাগানো হয়েছিল এসথেটিক (কৃত্রিম) ঘাস, তাতেই তৈরি হয়েছিল সমস্যা। আবারও ফের বারাসাত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামকে খেলার উপযোগী করে তুলতে নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছিলেন এই স্টেডিয়াম। অবশেষে মন্ত্রীর কথা মতো বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে এসথেটিক ঘাস তুলে ফেলে ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নতুন আসল ঘাস লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল জেলা পরিষদের উদ্যোগে। পাশাপাশি স্টেডিয়ামের উন্নতির জন্য যে একটি বিশেষ ৯ জনের কমিটিও তৈরি করা হয়েছিল, সেই কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কনভেনার নারায়ণ গোস্বামী, সদস্য পার্থ ভৌমিক এবং খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষকে রাখা হয়েছে। কৃত্রিম ঘাস সরিয়ে আগামী মরসুম থেকেই বারাসত

বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম শ্রেণির ফুটবল থেকে সব ধরনের ফুটবল খেলা শুরু হবে। নতুন কমিটির প্রথম বৈঠক শেষে এমনটাই দাবি করলেন কমিটির সদস্যরা। অ্যাস্টোটার্ফ সরিয়ে প্রাকৃতিক ঘাস লাগানোর কাজ পুজোর আগেই শুরু হবে। এই কমিটির প্রথম সভায় সকলের উপস্থিতিতে পাশাপাশি জেলাশাসক শর কুমারী দ্বিবেদীর উপস্থিতিতেই বারাসাত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। স্টেডিয়াম আইএফএ'র অধীনে যাওয়ার পর থেকে লিগের খেলাগুলি চালু হয়েছিল। শেষ আইলিগের খেলা চলাকালীন মোহনবাগানের কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হওয়ার পর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় খেলা। তবে আগামীদিনে আবারো পুনরায় দর্শকে স্টেডিয়াম পরিপূর্ণ করে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। দ্রুত শুরু হবে কাজ। আবারো জ্বলে উঠবে ফ্লাড লাইট, আবারো দর্শকদের চিকারে মেতে উঠবে গোটা স্টেডিয়াম চত্বর তার অপেক্ষাতেই জেলার প্রশাসনিক কর্তারা। এদিনের বৈঠক শেষে নারায়ণ গোস্বামী জানান, স্টেডিয়াম আধুনিকীকরণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী সুইমিংপুলটিকেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। বারাসাত জেলা সদর শহর হওয়ায় অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ গুলির অতিরিক্ত চাপ সামাল দিতে স্টেডিয়ামের ফাঁকা অংশে করা হতে পারে মুক্ত মঞ্চ যেখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করারও সুযোগ থাকবে। এখন কত দ্রুত বদলায়, জেলার সদর শহর বারাসাতের জনপ্রিয় এই স্টেডিয়াম এখন সেটাই দেখার।

২৮ অক্টোবর আইএসএলে প্রথম কলকাতা ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুরান্ড শেষ, দামামা বেজে গেল আইএসএলের। এই মাসেই শুরু দেশের সেরা ফুটবল লিগ। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন। কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে কেরালা ব্লাস্টার্স ও বেঙ্গালুরু এফসি–র মধ্যে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের আইএসএল। সম্পূর্ণ সূচি না জানালেও, হাইভোল্টেজ ডার্বির প্রথম মোলাকাতের দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে সংস্থা। মোট ১২টি দল এবারের আইএসএলে অংশ নিচ্ছে। নতুন দল হিসাবে এবারের টুর্নামেন্টে যুক্ত হয়েছে পঞ্জাব এফসি। এবারের আইএসএলে ১১টি শহরের ১২টি ক্লাব অংশ নিচ্ছে। মোহনবাগান তাদের আইএসএল অভিযান শুরু করছে ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রথম ম্যাচেই নতুন দল পঞ্জাব এফসি'র মুখোমুখি হচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইস্টবেঙ্গল তাদের আইএসএল অভিযান শুরু করছে ২৫ সেপ্টেম্বর জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে। এবারের আইএসএল–এ প্রথম কলকাতা ডার্বি হতে চলেছে ২৮ অক্টোবর। সেটি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হোম ম্যাচ। দ্বিতীয় কলকাতা ডার্বির তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ম্যাচের নির্ঘন্ট দেওয়া হয়েছে। ফলে, নতুন বছরেই হবে ফিরতি ডার্বি। মোহনবাগান দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে। যা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ৩০ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল খেলবে হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে।

এইমুহূর্তে জাতীয় দলের নানা টুর্নামেন্ট রয়েছে। কিংস কাপ চলছে। এছাড়া রয়েছে মারডেকা কাপ, এশিয়ান গেমসের খেলাও। জাতীয় দলে ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ক্লাবদলগুলোর ফুটবলার ছাড়া নিয়ে এরমধ্যেই চাপানউতোর চলছে। ফুটবলার না পাওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন ইগর স্টিমাচ। ফেডারেশনও চেয়েছিল কিছুদিন পিছিয়ে দিয়েই আইএসএল শুরু করতে। কিন্তু তা হচ্ছে না। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি এফএসডিএল।

এবার আইএসএলের নতুন মিডিয়া রাইটস পার্টনার ভায়াকম ১৮। এতদিন স্টার স্পোর্টসে দেখা যেত আইএসএলের ম্যাচগুলো। এবার থেকে পরের দুই বছর তাঁদের নিজস্ব চ্যানেল স্পোর্টস ১৮ এবং জিও সিনেমাতে খেলা দেখা যাবে। খেলার সময়ও আরও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আইএসএলের ম্যাচ শুরু হবে রাত আটটায়। সপ্তাহশেষে থাকবে ডবল হেডার ম্যাচ। যার একটা শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলা রাতেই।

ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটেও সেরা দল গড়ছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের মতো পরিস্থিতি ক্রিকেটেও। দীর্ঘদিন ট্রফি জেতেনি। এই লক্ষ্যে সংস্কার' ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট টিমেও। ফুটবলের ক্ষেত্রে এ মরসুমে দেখা গিয়েছে, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া পুরোপুরি নতুন টিম। ক্রিকেটেও সেই পথেই। ৬ বছর হয়ে গেল সিএবি লিগ জেতেনি ইস্টবেঙ্গল। ২০১৬–১৭ মরসুমে শেষবার সিএবি লিগ জেতে লাল–হলুদ। ক্রিকেটে সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে এবার শক্তিশালী দল গড়ল ইস্টবেঙ্গল। ভবানীপুরকে সাফল্য দিয়েছেন কোচ আব্দুল মোনায়েম। এবার তাঁকে কোচ করেছে ইস্টবেঙ্গল। সিনিয়র ক্রিকেটার অভিষেক দাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে এবার লাল–হলুদে সাফল্য আনতে চান কোচ আব্দুল মোনায়েম। একগুচ্ছ প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অর্ক সরকার, শশাঙ্ক সিং, আদিত্য শর্মা, অর্পণ দে'র মতো ক্রিকেটাররা আছেন ইস্টবেঙ্গলে। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, শ্রেয়ান চক্রবর্তী, অয়ন ভট্টাচার্য, শুভ্রজিৎ দাসের মতো পরিচিত ক্রিকেটাররাও রয়েছেন। একই সঙ্গে রয়েছেন বাংলার হয়ে খেলা অলরাউন্ডার আকাশ ঘটক। ভিনিত, সৌরভ পালরাও খেলবেন লাল–

হলুদে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ধাঁচে দলে মূলত অলরাউন্ডার নেওয়ার দিকেই ঝুঁকেছে ইস্টবেঙ্গল। সিএবি লিগের পাশাপাশি, ওয়ান ডে ফরম্যাট এবং টি–টোয়েন্টিতেও সাফল্য পেতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে কোচ আব্দুল মোনায়েম বলেন, 'দলে প্রচুর অলরাউন্ডার রয়েছে। কোচ হিসেবে এবার আমার কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ সময় ইস্টবেঙ্গলে খেলেছি। কোচ হিসেবে ক্লাবকে সাফল্য দিতে চাই। এই টিমের অনেকেই এর আগে আমার কোচিংয়ে খেলেছে। ফলে কারও মানিয়ে নিতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পাশাপাশি সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও ক্লাবকে সাফল্য দিতে চাই।'ইস্টবেঙ্গল ক্রিকেট টিমে মেন্টর হিসেবে রয়েছেন বাংলার রঞ্জিজয়ী অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজ্ঞ মেন্টর এবং কোচ জুটি লাল–হলুদকে বাড়তি ভরসা দিচ্ছে। কোচ আরও বলেন, ফিটনেসে বিশেষ নজর দেব। শুরুতেই রেজাল্ট নিয়ে ভাবছি না। একটা প্রক্রিয়া মেনে এগোনোর দিকে লক্ষ্য থাকবে। তাহলেই হয়তো সাফল্য আসবে। ১৫ বছর ভবানীপুর কোচিং করে দেখেছি ফিটনেসই প্রধান। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই খেলা। ভবানীপুরে শুধু বড় টিমকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছিল। এখানে ট্রফি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে। অভিষেককে ক্যাপ্টেন করার কারণ, ওর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। এই দলটা পুরোটাই নতুন। আগের বারের থেকে কয়েকজন শুধু আছে।'

বিশ্ব চ্যালেঞ্জ কাপে ব্রোঞ্জ বাংলার প্রণতির

নিজস্ব প্রতিনিধি :আসন্ন হাংঝাউ এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বাংলার জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক। তার আগেই বেশ ভালো ভাবেই প্রস্তুতি সেরে নিলেন তিনি। সম্প্রতি তিনি যোগ দিয়েছিলেন হাঙ্গেরির বিশ্ব চ্যালেঞ্জ কাপ জিমন্যাস্টিক্সে। সেখানেই বেশ ভালো পারফরম্যান্স করলেন। পাশাপাশি নিশ্চিত করলেন ব্রোঞ্জ পদক জয়। যা আসন্ন এশিয়ান গেমসের আগে তাঁর আত্মবিশ্বাস যে বাড়াবে তা বলাই যায়। পাশাপাশি ভারতীয় সমর্থকদের মনেও আশার জায়গা তৈরি হবে এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের বিষয়ে। প্রসঙ্গত

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দুবারের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক। এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি তিনি সারলেন স্টাইলেই। হাঙ্গেরির জোম্বাথেলেতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যালেঞ্জ কাপ জিমন্যাস্টিক্সে এদিন বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেন প্রণতি। ভল্ট ফাইনালে প্রণতি স্কোর করেন ১২.৯৬৬। যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। প্রথম স্থানে ছিলেন হাঙ্গেরির গ্রেটা মায়ার। তাঁর পয়েন্ট ছিল ১৩.১৪৯। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন চেক প্রজাতন্ত্রের অ্যালিস ভিকোভা। ১২.৯৯৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি।

তৃতীয় স্থানে প্রণতির সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন গ্রিসের অ্যাথানেশিয়া মেশিরি। তাঁরও পয়েন্ট ছিল ১২.৯৬৬। এরপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণতি এবং মেশিরির মধ্যে একটা ভল্টের টাইব্রেকার হয়। যেখানে প্রণতি স্কোর করেন ১৩.০৬৬। মেশিরির স্কোর ছিল ১৩.০০০। প্রণতি নায়েক এদিন পারফর্ম করেন ব্যাকওয়ার্ড সুকাহারা ৭২০–হাফ টার্ন অফ দ্য প্রিংবোর্ড এবং পুশ অফ দ্য টেবিল। নায়েক একমাত্র ভারতীয় যিনি শনিবার লড়াইয়ে নেমেছিলেন। কারণ দীপা কর্মকার আট প্রতিযোগীর ফাইনালে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি নায়েকের ডান কাঁধের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে লড়াই চালিয়ে নিজের ফর্ম এবং ফিটনেস দুই ফিরে পেয়েছেন তিনি। ফলে এশিয়ান গেমসে নামার আগে নিজের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে রাখলেন প্রণতি। এখন এটাই দেখার বিষয়, এশিয়ানে কোনও পদক দেশের আনতে পারেন কিনা তিনি।

সন্তোষে বাংলার দায়িত্বে ময়দানের অভিজ্ঞ রঞ্জন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচ হলেন রঞ্জন চৌধুরী। আইএফএ অফিসে কোচেস কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বছর সন্তোষ ট্রফির কোচ নির্বাচনের জন্য আগ্রহী প্রশিক্ষকদের আবেদন করতে বলা হয়েছিল। জমা পড়া একাধিক আবেদনের মধ্যে থেকে কোচেস কমিটির সদস্যরা রঞ্জন চৌধুরীকে যোগ্য হিসেবে বেছে নেন।

আগামী অক্টোবর মাসে পঞ্জাবের অমৃতসরে শুরু হতে চলেছে সন্তোষ ট্রফির যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা। এদিনের বৈঠকে কোচেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, শুভাশিস সরকার, রাকেশ ঝাঁ এবং নজরুল ইসলাম। বাংলা দলের কোচ নির্বাচিত হওয়ার পর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'আমাকে বাংলা দলের কোচ নির্বাচন করায় আইএফএ'র কোচেস কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই। দায়িত্ব বেড়ে গেল। খুব শীঘ্রই দল গঠনের কাজ শুরু করে দেব। আমাদের কোয়ালিফাইংয়ের ম্যাচ খেলতে হবে পঞ্জাবে। আমাদের সেই ভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।' গত বছর সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচ নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই বিতর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও রঞ্জন ভট্টাচার্য। এবার সন্তোষের কোচ হওয়ার জন্য আইএফএ'এর কাছে কোনও আবেদনই করেননি বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং রঞ্জন ভট্টাচার্য। ২০১৮ সালে রঞ্জনের কোচিংয়ে বাংলা দল যুবভারতীতে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে কেরালার বিরুদ্ধে হেরে যায়।

প্রয়াত কিংবদন্তি পঙ্কজ রায়কে মরণোত্তর সম্মান দেওয়ার আর্জি রাজু মুখার্জির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান জমজমাট। কার্তিক বসু জীবনকৃতি সম্মান পেলেন রাজু মুখার্জি এবং শর্মিলা চক্রবর্তী। তারকাদের সমাবেশে নানান মজার কাহিনী উঠে এল। এদিন তাঁর পাশাপাশি জীবনকৃতি সম্মান পান শর্মিলা। তাঁকে নিয়ে মজার গল্প বললেন রাজু মুখার্জি। তিনি বলেন, 'একবার প্রদ্যুৎ দা নেটে একজন বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল বল করার জন্য। গোপাল বসু না খেলে বেরিয়ে যায়। বলে যদি মেয়েটার বলে আউট হই, তাহলে আজীবন কথা শুনতে হবে। কোচ আমাকে নেটে বল করতে যেতে বলে। আমি বলি, কোনও আপত্তি নেই। আউট হলে হব। শর্মিলা নেটে বল করছিল। প্রথম বলেই আউট হই।' ভারতীয় ক্রিকেটে উজ্জ্বল নক্ষত্র পঙ্কজ রায়। প্রয়াত কিংবদন্তির জন্য বিশেষ দাবি তোলেন রাজু মুখার্জি। তিনি বলেন, 'সিএবির উচিত পঙ্কজ রায়ের জন্য মরণোত্তর সম্মানের ব্যবস্থা করা। উনি বাংলার ক্রিকেটের মুখ। উনি এই সম্মান না পেলে আমাদের এই সম্মানের মূল্য থাকে না। তাই সিএবি সভাপতিকে অনুরোধ করব ওনাকে মরণোত্তর সম্মান দেওয়ার।' পুরস্কারের পাশাপাশি ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় রাজু মুখার্জিকে। সেই টাকা সিএবির মালিদের দেওয়ার অনুরোধ জানান রাজু মুখার্জি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাকে যে আর্থিক সম্মান দেওয়া হয়েছে সেটা মালিদের দেওয়া হলে ভাল হত। ইডেন মাঠের জন্য পরিচিত। সিসিসি প্রেসিডেন্ট একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন কে এই মাঠ তৈরি করেছে। ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আর্থার গিলিগ্য বলেছিলেন এটাই বিশ্বের সেরা মাঠ। তাই এই মাঠ তৈরির পেছনে যাঁরা, তাঁদের কৃতিত্ব প্রাপ্য।' বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় তিতাস সাধু, রিচা ঘোষ এবং হাষিতা বসুকে। ফার্স্ট ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন কালীঘাট ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয়। দেওয়া হয় ৪ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট পায় ৩ লক্ষ টাকা। জেসি মুখার্জি ট্রফি জয়ী ভবানীপুর ক্লাবকেও পুরস্কৃত করা হয়। পি সেন মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ী মোহনবাগান দলকেও পুরস্কৃত করা হয়।

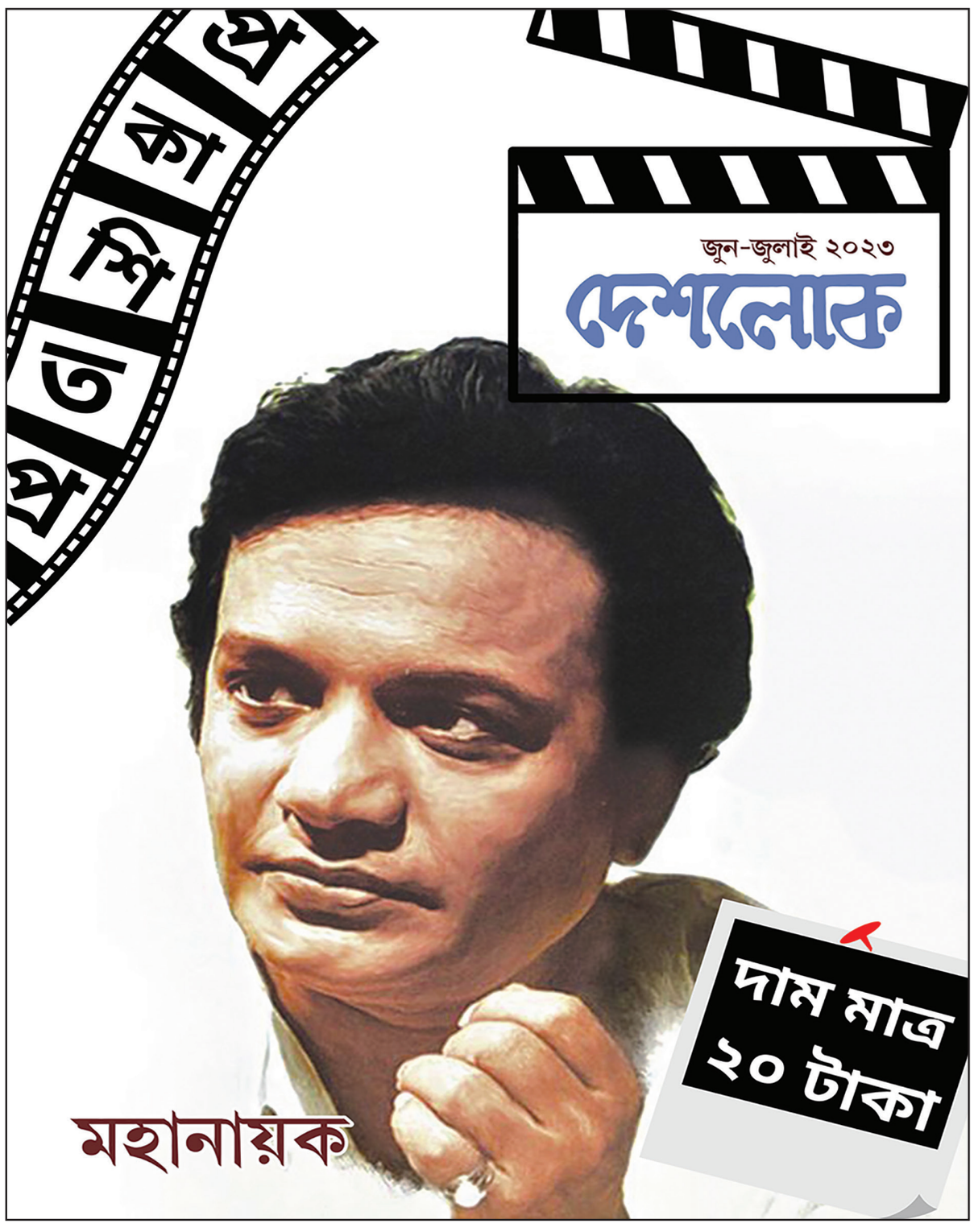

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com